আল্লাহ ক্ষমাশীল

রফীক আহমাদ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী- ৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৩০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০১১ খৃষ্টাব্দ
মাঘ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
ছফর ১৪৩২ হিজরী

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স
কাজলা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৩০.০০ (ত্রিশ টাকা) মাত্র।

ALLAH KHAMASHIL (Allah is oft-forgiving) by Rafique Ahmad. Published by HADEETH FOUNDATION BANGLADESH, Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 088-0721-861365. **Fixed Price**: Tk. 30/= Only.

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

কোন ব্যক্তি কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ না করাই হচ্ছে ক্ষমা। অত্যন্ত মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ছাড়া এই গুণ অর্জন করা অতীব কঠিন ব্যাপার। এটা নিছক কোন গুণ নয়; বরং একটি বিরাট ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যারা অর্জন করতে পারেন, তারা স্বভাবতই সাধারণ মানুষের কাতার থেকে উন্নততর স্তরে উন্নীত হন। বিশ্বচরাচরের মহান সৃষ্টিকর্তা অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র অসংখ্য গুণাবলীর মাঝে অন্যতম হ'ল ক্ষমা। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ তা'আলা নিজেকে ক্ষমাশীল হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ মানব জাতির উপর কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছেন। কিন্তু তারা আল্লাহ প্রদত্ত সেসব কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে শয়তানের প্ররোচনায় নানা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের এক বড় অংশ কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হয়।

এমতাবস্থায় যদি পাপী বান্দা খালেছ অন্তরে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তার জন্য মহান স্রষ্টার ক্ষমাপূর্ণ উদারতার দুয়ার সর্বদা অবারিত থাকে। আল্লাহ্‌র এই সীমাহীন অনুগ্রহের ফলে বান্দা নিজের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করিয়ে নেওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং বিচারের কঠিনতম দিনে পাপমুক্তভাবে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। মূলতঃ মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই জীবন চলার পথে এমন কিছু ভুল করে ফেলে বা এমন পাপে জড়িত হয় সাধারণভাবে যার কোন ক্ষমা হয় না। সুতরাং যদি আল্লাহ স্বীয় ক্ষমার গুণটি মানবজাতির উপর প্রসারিত না করেন, তবে কোন মানুষের পক্ষেই ক্বিয়ামত দিবসে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না। আল্লাহ পরম করুণাময় ও মহা ক্ষমাশীল বলেই কেবল মানুষ সেই কঠিন দিবসে তাঁর নিকট থেকে ক্ষমার আশা করতে পারে।

লেখক জনাব রফীক আহমাদ আল্লাহ্‌র ক্ষমার মহত্তম দিকটিই অত্র বইয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। দার্শনিক গভীরতার দিকে না গিয়ে বিষয়বস্তুর সহজ-সরল উপস্থাপনই তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য। ফলে সাধারণ জ্ঞানপিপাসু পাঠক বইটি থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে আমরা আশাবাদী। বইটির লেখক এবং প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট সকলের প্রতি রইল অন্তরখোলা দো'আ ও শুভ কামনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমাদের দ্বীনী প্রচেষ্টাকে কবুল করুন-আমীন!!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলার এক কম একশত নাম আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঐ নামগুলি মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে' *(বুখারী, মুসলিম)*। তাঁর নামগুলির অন্যতম হচ্ছে- গফূর (ক্ষমাশীল), গফফার (অধিক ক্ষমাশীল) প্রভৃতি। এ নামগুলির যে কোনটি পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেকটিই এক একটি মহাগ্রন্থের রূপ নিবে, যা কোন মানুষের পক্ষেই সঠিকভাবে রচনা করা সম্ভব নয়।

তাঁর সব নামই গুণবাচক, তবে আমাদের বোধগম্যের মধ্যে সহজ নামগুলির অন্যতম হ'ল 'আল্লাহ ক্ষমাশীল'। অথচ তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী। তিনি জগতের বুকে সংঘটিত প্রতিটি ন্যায় কাজের প্রতিদান ও অন্যায় কাজের প্রতিফল দিতে সক্ষম। কিন্তু তিনি তা করেন না, তিনি মানুষকে তাঁর আদেশ পালন করার পুনঃ পুনঃ পরামর্শ, উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর যারা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে কাজ করে যায়, তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাদের ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণীতে বিশ্বাস করে না, তাঁর আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদিতে কোন গুরুত্ব দেয় না, পৃথিবীর মোহে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাদেরকে ক্ষমাও করেন না এবং সৎপথ প্রদর্শনও করেন না।

মানুষের জীবন প্রবাহের এই ক্রান্তিলগ্নে সঠিক পথ অবলম্বনের জন্য অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠ উপদেশভাণ্ডার হিসাবে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেন। উদ্দেশ্য প্রতিটি মানুষকে ভালভাবে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআনের আদেশ-নিষেধ, নিয়ম-কানূন ইত্যাদি মেনে চলতে হবে। এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু পরবর্তীতে যেন এরূপ বা তদপেক্ষা বড় কোন অপরাধ না হয় সেজন্য সাবধান করে দিয়েছেন। তাহ'লে সে ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে স্থান

পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী কুরআন শিক্ষা করে না, কুরআনের আদেশ-নিষেধ, নিয়ম-কানূনকে বিশ্বাস করে না, বরং অমান্য করে নিজ প্রবৃত্তি বা অন্য কোন মনীষীর আদর্শ পসন্দ করে বা সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন করে তারা আল্লাহ্‌র রহমত হ'তে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ তাদের সুপথ প্রদর্শন করেন না, ক্ষমাও করেন না। ফলে শয়তান তাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অভিভাবক হয়ে যায় এবং পরকালেও তারা শয়তানের সঙ্গেই স্থান লাভ করবে।

ক্ষমাশীল একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। এর অর্থ- যিনি সহজেই অন্যের অন্যায়, অপরাধ ক্ষমা করেন। এখানে ক্ষমাশীল সীমাহীন অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে অবিশ্বাস ও অস্বীকারকারীরা ব্যতীত সবাই এই ক্ষমাশীল অর্থের আওতায় পড়ে যাবে।

যেদিন এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, অতঃপর মানুষকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে, সেদিন একমাত্র ক্ষমাপ্রাপ্তরাই উপকৃত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। অপর দিকে যারা ক্ষমার বাইরে থাকবে তারা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

বস্তুতঃ ইহজগত ও পরজগত মানুষের জন্য অত্যন্ত নিকটতম ও পাশাপাশি দু'টি পৃথক আবাসস্থল। ইহজগত স্বল্পস্থায়ী এবং পরজগত দীর্ঘস্থায়ী। এ সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অত্র রচনার মাধ্যমে আমরা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের অসারতা এবং চিরস্থায়ী পরজগতের সার্থকতা খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক জ্ঞান লাভের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

রফীক আহমাদ।

১. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন

পরম করুণাময় আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। তাঁর জ্ঞান হ'ল সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত। তাঁর মহাজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকার আছে কিন্তু সমালোচনা করার কোন অধিকার কোন মানুষেরই নেই। তাঁর অসীম ও অনন্ত জ্ঞানে সৃষ্ট নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী অগণিত সৃষ্টিরাজির অস্তিত্ব, অবস্থান ও কার্যক্রম যেকোন জ্ঞানী মানুষকে কৃতজ্ঞতায় অবনত করে দিতে সক্ষম। এমতবস্থায় যারা আল্লাহ্র মহা জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে পড়বে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাদের ভুল-ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ এরা ভুল-ত্রুটি করলেও আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর বিপুলায়তন সৃষ্টিরাজিতে বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাঁকে স্মরণ রাখে। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র বাদশাহীতে তারা বিশ্বাসী এবং তাঁকেই একমাত্র উপাস্য হিসাবে অকৃত্রিমভাবে বিশ্বাস করে ও মান্য করে।

কিন্তু কিছু মানুষ নিজ জ্ঞানের প্রতিভায় বা পূর্বপুরুষদের শ্রুত সংবাদের ভিত্তিতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও মহাজ্ঞান নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে থাকে। কিছু মানুষ বলে, আল্লাহ নিরাকার। মোটকথা তারা আল্লাহ্র অসীম সত্তা, তাঁর মহাজ্ঞান, মহাক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী নয়। পৃথিবীর অনেক মানুষ তাদের পসন্দের দেব-দেবীকে বিভিন্ন ক্ষমতার উৎস হিসাবে শ্রদ্ধাভরে প্রতি বছর পূজা করে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে এমনকি আমাদের দেশেও অনেক মানুষ আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য শক্তির অনুসরণ করে। অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের মনের খবর ভালভাবেই জানেন। তাঁর কাছে পৃথিবীর বা পৃথিবীর মানুষের সূচাগ্রপরিমাণ কথা, চিন্তা বা কল্পনাও গোপন থাকে না। আর এসবের মধ্যে আল্লাহ্র সংযোজন ও বিয়োজনের বিষয়টি অঙ্গীভূত থাকে। যেখানে বা যাদের মধ্যে আল্লাহ্র সংযোজন থাকে না তাদের প্রতি তাঁর কোন রহমতই থাকে না; বরং অভিশম্পাত বর্ষিত হয় সর্বদাই। এই শ্রেণীর লোককে আল্লাহ কখনও ক্ষমা করবেন না।

উপরোক্ত আলোচনার বাস্তব প্রেক্ষাপট হ'তে সৃষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতির বিষয় সমূহ সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা সবচাইতে ভাল জানেন। তিনি তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের নিরিখে একাকী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন যে, তিনি কাকে ক্ষমা করবেন এবং কাকে শাস্তি দিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে সকল মানুষই অজ্ঞ। একমাত্র তিনিই জানেন কাকে ক্ষমা করবেন এবং কাকে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্র বাণীর প্রতি কারও হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। যদিও তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। তিনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْـــزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ-

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক এবং তাঁরই প্রশংসা পরকালে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা সেখান থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি পরম দয়ালু ক্ষমাশীল' *(সাবা ৩৪/১-২)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- الَّذِيْ خَلَقَ الْمَـــوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ-

'পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল' *(মুলক ৬৭/১-২)*।

ঈষৎ পরিবর্তিত অর্থে সর্বজ্ঞ আল্লাহ বলেন, 'আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত (কুরআন) পেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হ'ল, কিন্তু মানুষ

তা বহন করল। নিশ্চয়ই সে যালেম অজ্ঞ। যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৭২-৭৩)*।

উপরের আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মহা রাজত্বের মধ্যে তাঁর একক সার্বভৌম ক্ষমতার বিষয়, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর বিষয়, তাকে পরীক্ষা করার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি যে দয়ালু ও ক্ষমাশীল তার পুনরুল্লেখ করেছেন। তাঁর দয়া ও ক্ষমার আদর্শ নিয়ে জীবন গড়ার জন্য পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যারা কুরআনের অনুসারী তারা তাঁর ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং যারা কুরআনের অনুসারী নয় বরং অবিশ্বাসী তারা শাস্তির যোগ্য হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অবহিত করেছেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। এ রহস্যপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা দান কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে এ বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা উচিত। কারণ 'তিনিই তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় দিয়েছেন' *(মু'মিনূন ২৩/৭৮)* এবং তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের দিয়েছেন দেখার ও শোনার শক্তি ও অন্তকরণ' *(মুলক ৬৭/২৩)*।

সুতরাং ইহকাল শেষে পরকালের বিচার দিবসে জবাবদিহিতার বিষয়টি যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আমাদের মহানবী (ছাঃ) বহু অমিয় বাণী রেখে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দু'একটির উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, আল্লাহ যেদিন রহমত সৃষ্টি করেছেন, সেদিন রহমতকে একশত ভাগে ভাগ করে একভাগ সমস্ত সৃষ্টিকে দিয়েছেন, আর বাকী নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন। যদি কোন কাফের আল্লাহ্র নিকট যে রহমত আছে, তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো তাহ'লে সে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হ'ত না। অপর পক্ষে কোন মুমিন যদি আল্লাহ্র কাছে যে শাস্তি রয়েছে তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো তবে (জাহান্নামের) আগুন থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করত না *(বুখারী)*।

অপর এক হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের দ্বারা নাজাত পাবে না। লোকেরা বলল আপনিও (আপনার কাজের দ্বারা নাজাত) পাবেন না? তিনি বললেন না, আমিও না। তবে আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছেন। সুতরাং সঠিক এবং কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর। সকাল-বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহ্র ইবাদত কর। (এসব কাজে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যম পন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে *(বুখারী)*।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সকল বাণীই আমাদের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ও সম্মানের বিষয়। তবে সহজ বোধগম্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অধিক আলোচনা করা শ্রেয়। পক্ষান্তরে কঠিন ও দুর্বোধ্য অংশগুলির প্রতি আত্মবিশ্বাস ও আত্মসমর্পণই উত্তম। উপরে বর্ণিত হাদীছ দু'টির মর্মার্থই হ'ল আল্লাহ্র রহমত লাভের জন্য তাঁর দয়া, ক্ষমা, অনুগ্রহ ইত্যাদি অপরিহার্য। এজন্যই 'আল্লাহ ক্ষমাশীল' শিরোনাম দিয়ে আলোচ্য রচনার অবতারণা করেছি।

'আল্লাহ ক্ষমাশীল' সাধারণ অর্থেও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যেমন ব্যাপক অনুরূপভাবে বিশেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেও তা ব্যাপক। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُوْلِه فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا– وَلِلَّه مُلْـــكُ الـــسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফেরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম মেহেরবান' *(ফাত্হ ৪৮/১৩-১৪)*।

একই মর্মার্থে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّـــشَاءُ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

'যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সবই আল্লাহ্র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময়' *(আলে ইমরান ৩/১২৯)*।

তিনি আরো বলেন, 'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত জ্ঞানময়। অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্র নিমিত্তেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(মায়েদাহ ৫/৩৮-৪০)*।

পবিত্র কুরআনের এসব অমূল্য আদেশের আলোকে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও তাঁর মূল্যবান বাণী প্রকাশ করে গেছেন। উদাহরণতঃ কয়েকটি পেশ করা হ'ল- (১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বণী ইসরাঈলের মধ্যে একজন লোক ছিল, যে নিরানববই জন মানুষকে হত্যা করেছে। অতঃপর নাজাতের উপায় আছে কি-না তা জানার জন্য জিজ্ঞেস করতে বেরিয়েছে। প্রথমে সে একজন পাদ্রীর নিকট আসল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল যে, আমার 'তাওবা' কবুল হবে কি? পাদ্রী বলল, না। তখন সে তাকেও হত্যা করল। এরপরেও সে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই থাকল। কোন এক ব্যক্তি তাকে বলল, অমুক লোকালয়ে যাও। সেখানে একজন আলেম আছেন তাঁকে জিজ্ঞেস করে নাও। সুতরাং লোকটি রওয়ানা দিল, কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মরণকালে সে আপন বুকটি সেই লোকালয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল। এখন তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা ঝগড়া ও বিতর্ক শুরু করে দিল। এমনি সময় আল্লাহ যে লোকালয়ের দিকে লোকটি (তওবা করার জন্য) রওয়ানা দিয়েছিল তাকে হুকুম করলেন হে গ্রাম! লোকটির নিকটবর্তী হয়ে যাও। আর যেখানে সে হত্যার কাজ করেছিল, সে গ্রামকে হুকুম করলেন হে গ্রাম! তার থেকে দূরে সরে যাও। তারপর ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন, তোমরা উভয় লোকালয়ের দূরত্ব মেপে দেখ

লোকটি কোন লোকালয়ের বেশী নিকটে। সুতরাং পরিমাপের পর দেখা গেল, মৃত লোকটি যে লোকালয়ে তাওবা করতে যাচ্ছিল অপর লোকালয়টির তুলনায় তা এক বিঘত অধিক নিকটবর্তী। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩২৭, 'কিতাবুদ দাওয়াত', 'তওবা ও ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ)*।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এক সময় একটি কুকুর একটি কুয়ার চারদিকে ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল যে, পানির পিপাসায় এখনই সে মারা পড়বে। এমনি সময় বনী ইসরাঈলের এক পতিতা রমণী কুকুরটি দেখল। তখন সে তার জুতা খুলে নিল এবং তা দিয়ে পানি উঠিয়ে কুকুরটিকে পানি পান করালো। এ কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন' *(বুখারী হা/৩৪৬৭, 'কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া', অনুচ্ছেদ-৫৪)*।

(৩) উকবা (রাঃ) হুযাইফাকে বললেন, আপনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে যা শুনেছেন তা আমাদের নিকট বর্ণনা করেন না কেন? তখন তিনি বর্ণনা করলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, (অতীত যুগে) এক ব্যক্তি ছিল। তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'ল। যখন সে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন সে তার পরিজনদেরকে অছিয়ত করল, আমি মারা গেলে, তোমরা অনেকগুলো লাকড়ি জমা করে আগুনে জ্বালিয়ে দিও এবং আমাকে তাতে ফেলে দিও। এমনকি যখন আগুন আমার সব গোশত খেয়ে ফেলবে (পুড়িয়ে ফেলবে) এবং আমার হাড্ডি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা হাড্ডিগুলো পিষে ফেলবে। তারপর আমাকে অর্থাৎ আমার হাড্ডির গুঁড়াকে প্রচণ্ড গরমের দিন কিংবা তীব্র হাওয়া প্রবাহের দিন নদীতে ফেলে দিবে। তারা তাই করল। আল্লাহ আবার তাকে একত্রিত করলেন এবং জানতে চাইলেন, তুমি এমন কেন করলে? সে জবাব দিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন' *(বুখারী হা/৩৪৫২, 'কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া', অনুচ্ছেদ-৫০)*।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি এখনও নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি (অতীত যুগের) নবীগণের মধ্যে একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, সেই নবীকে তাঁর জাতি ভীষণভাবে মারল এবং রক্তাক্ত করে দিল। আর তিনি আপন চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন

এবং দো'আ করছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন। কেননা তারা জানে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩১৩, 'কিতাবুর রিকাক্ব' 'তাওয়াক্কুল করা ও ধৈর্য ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মহি'লাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল (খানা-দানা কিছুই দেয়নি)। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মরে গেল। বিড়ালটির কারণেই সে জাহান্নামে গেল। বিড়ালটিকে বাঁধার পর থেকে মহি'লাটি তাকে কিছু খেতেও দেয়নি, পানও করায়নি, আর তাকে ছেড়েও দেয়নি। তাহ'লে (ছেড়ে দিলে) সে মাটির পোকামাকড় খেতে পারত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০৩, 'কিতাবুয যাকাত')*।

উপরে বর্ণিত হাদীছগুলির প্রথম তিনটির অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। মূলতঃ আল্লাহভীতিই এর প্রধান কারণ হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এত বড় মারাত্মক অপরাধের ক্ষমার অন্তরালে যে প্রকৃত মহত্ত্ব বিদ্যমান তা অনুমান করার ক্ষমতা মানুষের নেই। তবে আল্লাহ প্রদত্ত মহোত্তম জ্ঞান হ'তে প্রাপ্ত সামান্য জ্ঞানের আলোকে চতুর্থ হাদীছে বর্ণিত অতীতকালে এক নবীকে তার জাতির কাছে অত্যাচারিত হওয়ার পরও ক্ষমা করে দেয়ার বিরল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ উপযোগী। পঞ্চম ও শেষোক্ত হাদীছে অভিযুক্ত রমণী তার নিষ্ঠুরতার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত হ'তে বঞ্চিত হয়ে শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে বনী ইসরাঈলের বেশ্যা নারীদের একজন একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে তার জুতা দ্বারা কুয়া হ'তে পানি পান করার মত মহোত্তম কাজের জন্য ক্ষমা পেয়ে গেল।

সুতরাং পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বর্ণনায় আল্লাহ ক্ষমাশীল। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। উভয় বাণীদ্বয়ই একইভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এ তাৎপর্যময় বাণীর বিভিন্ন দিক চিন্তা করলে শিক্ষণীয় আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। তবে আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তাধারায় যা পাওয়া যায়, তা মানুষের মনের আকস্মিক পরিবর্তন হ'তেই মন্দ কাজ (এমনকি খুন-খারাবি) সংঘটিত হয়। অনুরূপভাবে আকস্মিক

পরিবর্তন হ'তেই অনেক মানুষ কল্যাণের পথে ফিরে আসে। বাস্তব জগতে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। উপরের হাদীছগুলিতেও তা প্রমাণসহ বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ
بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

'যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহ্‌রই যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

অন্য এক আয়াতে মহাজ্ঞানী আল্লাহ বলেন, 'নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। তিনি সমুন্নত, মহান। আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় *(শূরা ৪২/৪-৫)*।

উপরে আলোচিত প্রথম আয়াতটিতে অন্তর্যামী আল্লাহ অন্তরের হিসাব তথা অন্তরের স্বচ্ছতার হিসাব নেয়ার সুস্পষ্ট বক্তব্য বলে দিয়েছেন। এতে যারা কৃতকার্য হবে তারা ক্ষমা পাবে, যারা অকৃতকার্য হবে তারা শাস্তি পাবে। মানুষের সামনে এ জটিল পরীক্ষার জন্য কিরূপ প্রস্তুতি গ্রহণের দরকার, তা একজন প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে কঠিন নয়, কিন্তু খুব সহজও নয়। মানুষের জন্য এটা একটা সতর্কবাণী। কারণ এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রকাশ্য সংবাদদাতা আল্লাহ বলেন, 'যে দিবসে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে' *(শো'আরা ২৬/৮৮, ৮৯)*। অর্থাৎ যে সুস্থ স্বচ্ছ বা পবিত্র অন্তরাত্মা নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হ'তে পারবে, তার কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা আরও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে দেখা যায় সম্মানিত ফেরেশতাগণও মানুষের উপর বিপদ-আপদ বর্ষিত হওয়ার মত দুর্যোগপূর্ণ বিষয়গুলি হ'তে মানুষকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য করণাময় আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করেন, আল্লাহ সবার দো'আ শ্রবণ করেন, অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির বিষয়গুলি অনুমোদন করেন। সুতরাং মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা লাভের জন্য অবশ্যই অতীব স্বচ্ছ হৃদয়ে সংগোপনে অশ্রুসজল নেত্রে দো'আ করতে হবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল- এই বিশ্বাস নিয়েই স্বীয় হৃদয়কে ধৈর্যের উপর আবদ্ধ রেখে আশার প্রদীপ নিয়ে জীবন পাড়ি দিতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!.

২. আল্লাহ ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টি সাধনের পরিকল্পনায় মানব ও অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর এই বিপুল প্রাণীজগতের সুবিধার্থে অসংখ্য বৃহৎ বস্তু হ'তে শুরু করে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এরা সবাই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আনাচে-কানাচে একে অপরের পাশে বসবাস করছে। এরা অধিকাংশই একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে বসবাস করে, কিন্তু কিছু সংখ্যক হিংস্র প্রাণী একে অপরকে আক্রমণ করে হত্যা করে ও ভক্ষণ করে। ফলে তারা পরস্পরে শত্রুতে পরিণত হয়ে যায় এবং এতে সবল বা শক্তিশালীরাই প্রাধান্য বিস্তার করে, দুর্বলরাই চিরকালের জন্য ভীতির শিকার হয়ে যায়।

এভাবে হাযার হাযার জীব-জানোয়ার বা পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, জলজ প্রাণী প্রভৃতির দুর্বলরা সর্বদাই সবলদের ভয়ে ভীত থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। সৃষ্টির সেরা মানব জাতির মধ্যেও দুর্বলরা সবলদের দাপটে ভীত, কম্পিত এবং আতংকিত থাকে। কারণ মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হয়েও হিংস্রতায় অনেক সময় পশুকেও হার মানায়, এটা সবার জানা কথা। কিন্তু মানুষের এ হিংস্রতার পশ্চাতেও যে একজন অদ্বিতীয় ক্ষমতাধর (আল্লাহ) নিরীক্ষক আছেন, তা সর্বদা সবার মনে রাখা উচিত। তিনি স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ

তা'আলা। তিনি জীব জগতের সবার প্রতি সমান দয়াশীল, কৃপাশীল ও ক্ষমাশীল। তিনি কারো প্রতি কারো অন্যায়, অত্যাচার বা অবিচার পসন্দ করেন না এবং সহ্যও করেন না। তন্মধ্যে মানুষের বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেহেতু মানুষ হ'ল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, কাজেই তার আচরণও হবে শ্রেষ্ঠ। মানুষকে অবশ্যই ভাল আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ সহ তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করে যেতে হবে, কোন ক্রমেই স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না।

জীবজগতে মানুষই জ্ঞানী হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কিন্তু পেশী শক্তির দিক দিয়ে বহু হিংস্র বন্যপ্রাণী এবং সমুদ্রে জলজপ্রাণী রয়েছে। যারা যে কোন মানুষকে বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পণ্ডিতকেও অনায়াসে গ্রাস করতে সক্ষম। কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ মানুষকে যে যৎসামান্য জ্ঞান প্রদান করেছেন, তার দ্বারাই মানুষ বড় বড় হিংস্র প্রাণী ও বিশাল আকৃতির (১৫০ একশত পঞ্চাশ মেট্রিক টন পর্যন্ত ওজনের নীল তিমি) জলজ প্রাণীকেও ধরতে সক্ষম। শুধু হিংস্র ও জলজ প্রাণীই নয়, বর্তমান বিজ্ঞানীরা তাঁদের অসাধারণ বুদ্ধিবলে যে সব মারণাস্ত্র তৈরী করছে, তা একান্তই বিস্ময়ের বিষয়! মানুষের তৈরী একটি অস্ত্র হাযার হাযার মানুষকে হত্যা ও হাযার হাযার মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত ও পঙ্গু করে ফেলতে পারে নিমিষেই।

মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্বেষ, প্রবৃত্তির স্বাধীনতা প্রভৃতির কথা অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর মহোত্তম আদেশ, কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য মানব জাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। যারা মহিমাময় আল্লাহ্‌র অসামান্য নিদর্শন সমূহের প্রতি বিশ্বাসী তারা তাঁর আদেশ উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অকৃত্রিম বিশ্বাস নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর ক্বিয়ামতের বিচারের ভয়াবহ বর্ণনায় এবং আল্লাহ্‌র অলৌকিক শক্তি ভাণ্ডারের সমন্বয়ে সংগঠিত আযাব ব্যবস্থা সম্পর্কে অবতীর্ণ অহিসমূহ প্রকৃত বান্দার হৃদয়ে অসম্ভব ভীতির উদ্রেক করে।

আল্লাহ তাঁর বিচার ব্যবস্থায় শান্তি ও শাস্তির বিশদ বিবরণ দিয়ে অসংখ্য অর্থপূর্ণ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং সেগুলি ভীতি সহকারে গ্রহণ করে বিনীত চিত্তে মান্য করার উপদেশ দিয়েছেন। যারা আল্লাহ্‌র এই

আদেশ একনিষ্ঠভাবে মনোযোগী হয়ে ভীতি সহকারে তা পালন করে তারা অবশ্যই কৃতকার্য হবে। কারণ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, ফলে তারা আশার আলো দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে ভীতির উদয় হয় না, তাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্টই থাকেন। ফলে তারা নিরাশার অন্ধকারে পড়ে যায়। এই নিদারুণ সংকটময় পরিস্থিতি হ'তে পরিত্রাণের জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানব সম্প্রদায়কে তাঁর সম্মানে ও ভয়ে কাজ করে যাওয়ার পুনঃ পুনঃ প্রত্যাদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 'তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই একমাত্র ক্ষমা করার অধিকারী' *(মুদ্দাচ্ছির ৭৪/৫৬)*।

একই মর্মার্থে ক্ষমাশীল আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ 'আল্লাহকে ভয় কর! নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

ক্ষমা প্রার্থনার প্রতি মানবজাতিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াসে কৃপাশীল আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন' *(তালাক্ব ৬৫/৫)*।

আল্লাহ ঈমানদারগণকেও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উৎসাহিত করেন,

يِا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوْا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী' *(আনফাল ৮/২৯)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ 'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(মুলক ৬৭/১২)*।

উপরের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা, তাঁকে ভয় করে চলার বা কাজ করার জন্য তাঁর বান্দাগণকে সরল-সহজ ও কঠিনভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ তিনি যে কোন সময় (ইহকালে) অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন এবং ভবিষ্যতেও (পরকালে) দিবেন। আল্লাহ্‌র ঘোষিত এ শাস্তি মানুষ অনুভব করতে পারে না। যদিও ইহকালেই মানুষ হঠাৎ দুর্ঘটনায় পড়ে কেউ মৃত্যুবরণ করে, কেউ চক্ষু হারায়, কেউ হাত, পা, কান হারায় এবং আরও অধিক কষ্ট পায়। অবশ্য পরকালের শাস্তি স্বীয় বিশ্বাসের দ্বারা আবৃত। তাই অবিশ্বাসীরা সেটা কিছুই মনে করে না। তবে বিশ্বাসীরা ইহকালের শাস্তিকেও ভয় করে, পরকালের আযাবকে আরো ভয়াবহ মনে করে। ইহকালে দুর্ঘটনা কবলিত শাস্তিগুলিকে দুর্ঘটনার উপর দোষারোপ করা হয়। কিন্তু কোন মানুষ যখন রাস্তায় হাটতে হাটতে শুয়ে, বসে বা স্বাভাবিক অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হানির শিকার হয়, তখন সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়। অথচ উভয় শাস্তিই আল্লাহ সম্যক অবগত এবং তাঁরই অব্যর্থ পরীক্ষা।

পৃথিবীর বুকে অধিকাংশ মানুষই সর্বদাই ভয়ে ভীত থাকে, কেউ মৃত্যু ভয়ে, কেউ অসুস্থতার ভয়ে, কেউ শত্রুর ভয়ে, কেউ শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভয়ে, কেউ হিংস্র প্রাণীর ভয়ে, কেউ মান-সম্মানের ভয়ে এবং আরও নানা প্রকার ভয়ে ভীত থাকে। দুনিয়ার সকল ভয়-ভীতির কথা চিন্তা করলে আল্লাহ্‌র ভীতির বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে। কারণ সকল ভয়ের উৎসই হ'ল মরণ ও জীবন। জীবন যুদ্ধে মৃত্যুর হাত হ'তে যে কোনভাবে বেঁচে থেকে গৌরবময় জীবনযাপনই হ'ল সার্থক জীবন। আর সেজন্যই বড় বড় রাজা-বাদশাহ-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীরা জীবনের নিরাপত্তার জন্য নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। কিন্তু জীবন ও মরণের স্রষ্টা ও মহানিয়ন্ত্রক হ'লেন স্বয়ং মহাক্ষমতার মালিক আল্লাহ। তাঁর পরিচালিত অভিযানের সামনে পৃথিবীর যে কোন শক্তি এমনকি সমস্ত পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তিও এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারবে না। রাজা-মহারাজা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, জ্ঞানী-

বিজ্ঞানী, পণ্ডিত সহ বড় বড় শক্তিধর এবং ক্ষুদ্র মানুষেরাও একইভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কোন বাধা বা প্রচেষ্টা একে ঠেকাতে পারবে না এবং তাতে এক মুহূর্তও এদিক ওদিক হবে না। এজন্যই আল্লাহ তাঁর একত্বের বা একক ক্ষমতার ঘোষণায় বলেন, أَنَّهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُوْنِ 'আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমাকে ভয় কর' *(নাহ'ল ১৬/২)*। তিনি আরো বলেন, أَنَا رَبُّكُمْ فَـــاتَّقُوْنِ 'আমি তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং আমাকেই ভয় কর' *(মুমিনূন ২৩/৫২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَاتَّقُوْنِ يَـــا أُوْلِـــي الأَلْبَـــابِ 'হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।

তিনি আরও বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'আল্লাহকে ভয় কর, যাতে অনুগ্রহ লাভ করতে পার' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

বস্তুতঃ বাস্তব জগতে ভয়ের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হচ্ছে ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, টর্ণেডো, সুনামী, হ্যারিকেন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির মত আক্রমণ। বর্তমানে সারা বিশ্বে এগুলির আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব সতর্কীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই। কারণ এসব দুর্যোগ বিজ্ঞানীদের মতে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত হয় বলা হ'লেও আল্লাহ্র বাণী ও বিধান মতে তাঁর হুকুম ছাড়া হয় না।

অবশ্য আলোচ্য গযবগুলি ইহকালীন জীবনের, পরকালের নয়। তবে পরকালের শাস্তি হ'তে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যারা পরকালে বিশ্বাসী তারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে কাজ করে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। আর যারা পরকালে অবিশ্বাসী তারা আল্লাহ্র বিচারে শাস্তিযোগ্য অপরাধী হবে এবং তাদের শাস্তি ইহকালীন ভূমিকম্প, সুনামী, সিডর প্রভৃতির সমষ্টি অপেক্ষাও বহুগুণে বেশী হবে, যা কল্পনাতীত।

সুতরাং ইহকালীন বা পরকালীন ভয়ঙ্কর কোন শাস্তিকেই ভয় না করে তার স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক পরাক্রমশালী আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। তিনি চান

সৃষ্টির সকল বস্তু তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্যে সীমাবদ্ধ থাকুক। এই আনুগত্যের পরিসরকে ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়াসে মহান আল্লাহ তাঁকে ভয় ও স্মরণ করার জন্য বান্দাদের পুনঃ পুনঃ আদেশ দান করেছেন। উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আয়াতগুলিতে তার মর্মার্থ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُـــوْا رَبَّكُـــمْ 'বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর' *(যুমার ৩৯/১০)*। অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়া যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না, যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে' *(আন'আম ৬/৫১)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহে দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়' *(হাদীদ ৫৭/২৮)*।

ইসলাম ধর্মের প্রধান প্রতিপাদ্য হ'ল এক আল্লাহ্র ইবাদত, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভয়-ভীতি, ভালবাসা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মাদীর কর্তব্য মহানবী (ছাঃ)-এর অকৃত্রিম অনুসরণ। এ দু'টি বিষয়ই পবিত্র কুরআনের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। যদি কেউ এর বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করে তবে নিঃসন্দেহে সে অপূরণীয় ক্ষতিতে নিমজ্জিত হবে। অতএব এক আল্লাহ্র ইবাদত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ পূর্বক আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পথে এগিয়ে যেতে হবে। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ প্রদত্ত এই বিধান উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর উম্মতকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এ প্রেক্ষাপটে নবী করীম (ছাঃ)-কে আশ্বস্ত করার প্রয়াসে

মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন, হে আমার (আল্লাহ্‌র) বান্দারা, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আর আমার অনুগ্রহ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে' *(আ'রাফ ৭/১৫৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে কত ভালবাসেন তার নমুনাস্বরূপ একটি হাদীছের উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কিত মহান আল্লাহ্‌র এ বাণী তেলাওয়াত করেন, 'হে আমার রব! এ মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। কাজেই যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে তো আমারই' *(ইবরাহীম ৩৬)*। আর তিনি (মুহাম্মাদ ছাঃ) ঈসা (আঃ)-এর বাণী (যা কুরআনে আছে) তেলাওয়াত করেন, 'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহ'লে (এ শাস্তি দেবার অধিকার আপনার আছে), কারণ তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের মাফ করে দেন, তাহ'লে (আপনি তাও করতে পারেন কারণ) আপনি তো মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত উঠিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!! এই বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। মহামহিম আল্লাহ জিবরাঈলকে ডেকে বললেন, তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস কর, তবে এ ব্যাপারে তোমার রব অবহিত আছেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে যা বলার ছিল বলে দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি (আল্লাহ) তো সবই জানেন। সুতরাং মহান আল্লাহ জিবরাঈলকে বললেন, তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বল, 'আমি আপনাকে উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করব, চিন্তাযুক্ত করব না' *(মুসলিম)*।

এ জগতে মানুষ, সামাজিক, বিবেকবান প্রাণী, সাধারণত হিংস্র নয়। মানুষ ব্যতীত অনেক নিরীহ প্রাণী আছে, আবার অনেক হিংস্র প্রাণীও রয়েছে, যারা সরাসরি মানুষকে হত্যা করে খায়। এ ধরনের হিংস্র জন্তুরা মানুষের বড় শত্রু এবং মানুষ এদেরকে ভয় করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষই

মানুষের বড় শত্রু এবং মানুষই মানুষকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। এজন্য এক কবি লিখে গেছেন,

'আর কারে করি ভয়
সিংহে ব্যাঘ্রে তত নয়
মানুষ জন্তুকে যত ডরি'।

যাহোক মানুষকে দেখে মানুষের ভয়-ভীতি বর্তমান বিশ্বের একটা বাস্তব রূপ। আমাদের আলোচ্য (আল্লাহকে ভয় কর) বিষয় এটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জগতের রূপ। এই উভয় প্রকারের ভয়-ভীতির মধ্যে ব্যাপক বৈপরীত্য বিরাজমান। যেমন মানুষের ভয়ে মানুষকে পলায়ন করতে হয়, আত্মগোপন করতে হয়, মিথ্যা বলতে হয়, কৃত্রিমতা অবলম্বন করতে হয়, জেল হাজতে যেতে হয়, অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হয়, অনেককে অনেক নিপীড়ন সহ্য করতে হয় এবং আরও অসংখ্য বিচিত্র পথ অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয়ে এগুলোর একটিও করার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহকে ভয় করা একটি অকৃত্রিম কাজ। এখানে সম্পূর্ণ নীরব ও নিস্তব্ধ পরিবেশ বিরাজ করে। আসলে এটা একটি অলৌকিক শক্তির রূপান্তর মাত্র।

এ রূপান্তরিত বস্তুটি একটি অদৃশ্য শক্তি বা মন্ত্রশক্তিবৎ। যারা ইসলাম, কুরআন, নবী-রাসূল, ক্বিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিতে বিশ্বাসী, তারাই এ শক্তি অর্জনের উপযোগী পথ ও পাথেয়র অনুসন্ধান করে। উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল সদস্যকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থেকে কাজ করে যাওয়ার এবং তাঁর দয়া, ক্ষমা, অনুগ্রহ, রহমত লাভ করার আশা নিয়ে তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য লাভের আহ্বান জানান হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর এই আহ্বানে পুরোপুরি শরীক হওয়ার শক্তি দান করুন।

৩. আল্লাহ ক্ষমাশীল ও তওবা কবুলকারী

'তওবা' (توبـــة) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে আসা। ইসলামের বিধান মতে কোন ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনে

ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ পাপ কাজ করে ফেলে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে। মানুষ মাত্রই ভুল করে বা ভুল হয়। মহান স্রষ্টা একথা সবচাইতে ভাল জানেন। তাই তাঁর প্রিয় মানব জাতিকে তিনি তওবা করা ও ক্ষমা পাওয়ার মত এক সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন।

আলোচনার শুরুতেই জেনেছি যে, আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি অপূর্ব সুন্দর নাম আছে। এ নামগুলির মধ্যে দয়াশীল ও ক্ষমাশীল সমগ্র মানব জাতির জন্য এক অনন্য আশীর্বাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত। দয়া ও ক্ষমার বদৌলতে মানুষ এক পরম সুশিক্ষা লাভ করে এবং নিজেও অনেক সময় দয়া ও ক্ষমার মত মহৎ কাজের নমুনা প্রদর্শন করে থাকে। এরপরও ছোট-বড় ভুল, অন্যায় বা পাপ করা মানব জাতির সহজাত প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির তাড়নায় ও শয়তানের কু-প্ররোচনায় মানুষ সাধারণত ভুল-ত্রুটি করে থাকে। আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)ও শয়তানের মিথ্যা প্রতারণামূলক কথায়, আল্লাহ্‌র কথা ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়ার অনুতাপ ও কান্না বিজড়িত ক্ষমা প্রার্থনায় দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং পরবর্তীতে এরূপ ভুল না করার জন্য সাবধান করে দেন।

অতঃপর মানব জাতিকে দুনিয়ার বুকে ও পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত করার জন্য তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ ক্ষমার ধারা বহাল রাখেন। অর্থাৎ আদম (আঃ)-এর পরবর্তী কালেও মানুষ ভুল করে বা পাপ করে আল্লাহ্‌র কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা বা তওবা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন বলে বহু আয়াত অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوْا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوْا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই আপনার পরওয়ারদেগার তওবার পর অবশ্যই ক্ষমাকারী, করুণাময়' *(আ'রাফ ৭/১৫৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوْا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(নাহ'ল ১৬/১১৯)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا-

'অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে, এরাই হ'ল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ' *(নিসা ৪/১৭)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا- 'যে গোনাহ করে বা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়' *(নিসা ৪/১১০)*।

তওবা ইসলামের বিধানভুক্ত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম। ধর্মের পাঁচটি মৌলিক বিষয়- কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান আছে, সেগুলিও ইবাদত বা ইবাদতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন সত্য কথা বলা, হালাল উপার্জন ভক্ষণ করা, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, দান-খয়রাত করা, চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেয়া, দৈনন্দিন জীবনের জানা-অজানা ত্রুটির জন্য তওবা করা। তাছাড়া

আরও অনেক ইসলামী বিধান আছে। আসলে কুরআন ও হাদীছের বাণী সমূহ দ্বারা বারবার প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অত্যধিক ভালবাসেন। তাই বান্দা যেন তাঁর ভালবাসা হ'তে দূরে সরে না যায়। এমনকি অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, অপরাধ করেও পুনরায় আল্লাহ্র বিধানের দিকে ফিরে আসতে পারে, সেজন্যই তওবার বিধান রাখা হয়েছে।

উপরোল্লেখিত আয়াত সমূহের আলোকে বুঝা যায়, যারা দৈনন্দিন জীবনের সরল-সহজ পথে সতর্কতা অবলম্বনে ঐকান্তিকভাবে নিয়োজিত শুধু তাদের কাছেই তাড়াতাড়ি ভুল ধরা পড়ে। যেহেতু কোন মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই কোন সময় অজ্ঞতাবশত, কোন সময় অসাবধানতাবশত, কোন সময় অসচেতনতাবশতঃ আবার কোন সময় দৈবক্রমেও অন্যায়-অত্যাচার ও অবিচারের মত অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়। অতঃপর নিজের ভুল ও অপরাধ বুঝতে পেরে আত্মসমালোচনার প্রেক্ষাপটে ভ্রম সংশোধনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হয়ে তওবা করলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। মানুষের অপরাধের সীমাবদ্ধতাও তিনি জানেন এবং তাঁর ক্ষমার সীমাবদ্ধতাও একমাত্র তিনিই জানেন। তবে তাঁর বৈচিত্র্যময় আয়াতগুলির বর্ণনায় আমরা বিস্ময়াভূত না হয়ে পারি না।

মহান আল্লাহ বলেন, 'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্র নিমিত্তেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব! তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(মায়েদাহ ৫/৩৮-৪০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দাদের একদল বলত, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু! *(মুমিনূন ২৩/১০৯)*।

মহান আল্লাহ আরও প্রত্যাদেশ করেন যে, 'তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(বণী ইসরাঈল ১৭/২৫)*। অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। কাজেই ইসলামের যে কোন বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ, আত্মশুদ্ধি, আত্মসমর্পণ ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে মিথ্যা ও কৃত্রিমতার কোন স্থান নেই। উপরের আয়াত কয়টিতে বিশেষ করে শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছেন। অতঃপর ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ধাবমান (কতিপয়) বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করে প্রত্যাদেশ করেন, 'যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন তাদেরকে আপনি বলুন, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশতঃ যদি খারাপ কাজ করে তারপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। এভাবে আমি আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের সামনে পথ প্রকাশিত হয়' *(আন'আম ৬/৫৪, ৫৫)*।

বিশ্বাসীদের স্বপক্ষে আল্লাহ্র অসীম করুণার বাণী যা অবিশ্বাস্য মনে হয়, তা অব্যর্থ সত্য হিসাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যারা আরশ ধারণ করে আছে আর চারপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁর উপর বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করুন' *(মুমিন ৪০/৭)*।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَـــادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُـــوْنَ– 'তিনি তাঁর দাসদের অনুশোচনা

গ্রহণ করেন ও পাপ মোচন করেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা জানেন' *(শূরা ৪২/২৫)*।

অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-কেও (কোন কোন) বান্দার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা অনুমতি দিয়ে প্রত্যাদেশ করেন যে, 'হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তাদের দু'হাত ও দু'পায়ের মধ্যে বানানো মিথ্যা অপবাদ নিয়ে আসবে না ও সৎ কাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(মুমতাহিনা ৬০/১২)*।

উপরের আয়াত কয়টি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কতিপয় ধর্মমুখী অজ্ঞ, অসচেতন, নবী (ছাঃ)-এর প্রতি অনুরাগী ও অনুরূপ মনোভাবাপন্ন কিছু সরল-সহজ বান্দাদের ক্ষমা লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন। অজ্ঞতাবশতঃ বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কেউ কোন অপরাধ করলে, অতঃপর তা বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করলে দয়াশীল আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। এদের জন্য ও অন্যান্য বিশ্বাসী বা আল্লাহ অভিমুখী বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র আরশধারী ফেরেশতারাও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফেরেশতারা জানেন এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর বান্দারাও এই ক্ষমার আওতাভুক্ত হওয়ার প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী হয়। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কেও তাঁর (রাসূলের) প্রতি আনুগত্য পোষণকারী ও দৃঢ়চিত্তের নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেন। এভাবে মহাক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বান্দাকে আশ্বস্ত করেছেন।

আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার ভাণ্ডার অপরিসীম। আমাদের মহানবী (ছাঃ) এ সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণনা করে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে দু'টি হাদীছ পেশ করা হ'ল।

(১) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে চুমু খেয়ে বসল। অতঃপর সে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে

এসে এ গুনাহের কথা ব্যক্ত করল। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন, 'আর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই সৎকাজ সমূহ গুনাহের কাজ সমূহকে মুছে ফেলে' *(হূদ ১১৪)*। একথা শুনে লোকটি বলল, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এটা কি শুধু আমারই জন্য? তিনি বললেন, আমার সমস্ত উম্মতের জন্যই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

(২) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমার উপর সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করুন। অতঃপর ছালাতের সময় উপস্থিত হ'লে সে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত পড়ল। ছালাত শেষ করে সে আবার বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমাকে কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাদের সাথে ছালাতে উপস্থিত হয়েছিলে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার গোনাহ তো মাফ হয়ে গেছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৭, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরোক্ত বাণীগুলি দ্বারা বান্দার প্রতি মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে যা সকল ধর্মভীরু, আখেরাতমুখী বান্দার জন্য অনুশীলনযোগ্য। মহানবী (ছাঃ)-এর হাদীছগুলিও (একই বিষয়ে) বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এগুলি জ্ঞানীদের জীবনের সর্বোত্তম চাওয়া ও পাওয়ার উৎস স্থল। মহান আল্লাহ্‌র আহ্বানে কুরআন মান্যকারীরা নতমস্তকে বিনয়ীভাব পোষণ করে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা সহ ফরয ইবাদতের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেহেতু ইসলাম হ'ল প্রেমের ধর্ম এবং মুসলমানরা তাদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। কাজেই তওবার জন্য ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রেমের দ্বারা ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা মহান আল্লাহ্‌রই অন্যতম আদেশ।

উপরের হাদীছ দু'টির মর্মার্থেও দেখা যায় কুরআনের আদেশ মান্যকারীরা এবং নিয়মিত ইবাদত পালনকারীরা অনায়াসে আল্লাহ্র ক্ষমার আওতায় পড়ে যাবে। তবে এ বিষয়ে অবশ্যই সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে, ক্ষমা লাভের জন্য আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হ'তে হবে, তাঁর কাছে বার বার বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন

وَاللهِ إِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُاللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِىْ الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً–

'আল্লাহ্র কসম! আমি দিনে সত্তরের অধিক বার আল্লাহ্র নিকট গোনাহ হ'তে ক্ষমা চাই, আর তাঁর কাছে তওবা করি' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩২৩ 'তওবা ও ইস্তেগফার' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও এরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللهِ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ–

'হে মানব মণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। কেননা আমি দিনে ১০০ (একশত) বার তাঁর নিকট তওবা করি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ 'তওবা ও ইস্তেগফার' অনুচ্ছেদ)*।

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পায়' *(বুখারী হা/৬৩০৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'তওবা' অনুচ্ছেদ)*।

বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যিনি নবী ও রাসূলগণের শিরোমণি, তিনিও আল্লাহ্র কাছে বার বার বা শত বার তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এটা সত্য সত্যই এক অচিন্তনীয় বাস্তবতা, যা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এক অনন্য অনুকরণীয় উপদেশ। সুতরাং তওবা নিঃসন্দেহে দ্বীন ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৪. ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান

ইতিপূর্বে 'আল্লাহ ক্ষমাশীল ও তওবা কবুলকারী' বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আল্লাহ ক্ষমাশীল একটি ব্যাপক আলোচনা এবং এর অভ্যন্তরস্ত সারমর্ম উম্মতে মুহাম্মাদীর জীবন ব্যবস্থায় শরী'আত অনুমোদিত নানা সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অন্যতম। ক্ষমা ও তওবার নীতিমালায় তেমন কোন সীমাবদ্ধতা নেই। এটা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে বা ধর্ম পালনের যে কোন পর্যায়ে ভুল-ত্রুটির জন্য তওবাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করা যায়। এই সুবর্ণ সুযোগ হ'তেই এক শ্রেণীর চিরাচরিত সুবিধাভোগী মানুষ পুনঃ পুনঃ তওবার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ কৃত্রিমতা পসন্দ করেন না, তাই বান্দার প্রকৃত কাজ হবে প্রতিটি বিষয়ে অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা। সুতরাং তওবা ও ক্ষমার মত একটি মহৎ ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও অবশ্যই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সর্বাগ্রে স্থান পেতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামে তওবার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিগ্রহণের প্রয়াস রয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা, যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা, অহংকার প্রভৃতি স্বেচ্ছাচারিতার কোন অবকাশ নেই। আত্মসমর্পণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি ও আত্মানুশাসন মূলক প্রক্রিয়ায়কৃত তওবাই কেবল আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয়। সুতরাং প্রত্যেককে নিজের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার পর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্র কাছে পুনঃ পুনঃ আবেদন করতে হবে। তওবা ও ক্ষমার উপযোগী আবেদনমূলক আয়াতগুলির মাধ্যমে এ আবেদন করা যেতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সব কিছুর দাতা। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি মানুষকে একদিন অবশ্যই সমবেত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার' *(আলে ইমরান ৩/৮-৯)*। বিনীত আবেদনপূর্ণ অন্য আয়াতে এসেছে, 'হে পালনকর্তা! আমরা আমাদের নফসের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি ক্ষমা না করেন

এবং রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

এসব আয়াতের মাধ্যমে অন্তর্যামী আল্লাহ্‌র নিকট একনিষ্ঠ চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি অনায়াসেই ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের প্রায় শতাধিক আয়াতে নিজেকে ক্ষমাশীল বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, –نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّي أَنَا الْغَفُوْرُ الـــرَّحِيْمُ 'হে নবী! আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(হিজর ১৫/৪৯)*।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, –أَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللهُ غَفُـــوْرٌ رَّحِيْمٌ 'তারা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(মায়েদাহ ৫/৭৪)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا, 'নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ' *(বণী ইসরাঈল ১৭/৪৪)*। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِـــيْمٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান' *(নূর ২৪/৬২)*।

আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান সমুদ্রের সামনে মানুষের জ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বহুমুখী জ্ঞানভাণ্ডার দ্বারা কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন। অতঃপর তওবা ও ক্ষমার মাধ্যমে সৎপথ অবলম্বনের অকৃত্রিম আহ্বান জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হা-মীম, কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান' *(gywgb 40/1-3)*।

অতঃপর প্রত্যাদেশ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! খেয়ানত কর না আল্লাহ্‌র সাথে ও রাসূলের সাথে এবং খেয়ানত কর না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে শুনে। আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা ছওয়াব। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে

তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান' *(আনফাল ২৭/২৯)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুতঃ আল্লাহই তওবা কবুলকারী, করুণাময়' *(তওবা ৯/১০৪)*।

আল্লাহ আরো প্রত্যাদেশ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা কর, আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদের অপদস্ত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান' *(আত-তাহরীম ৬৬/৮)*।

এ বিষয়ে আরও অবগতির প্রয়াসে দয়াময় আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন, 'আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দু'তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কুরআনে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

দয়াময় ও ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ক্ষমা করার বিষয়ে বহু আয়াতের অবতারণা করেছেন। এ বিষয়ে মহানবী (ছাঃ) অনেক বাণী রেখে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটির উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর কাছে আরশের উপর বিদ্যমান একটি কিতাবে এ কথাগুলো লিখে রাখেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, (আমার দয়া-অনুগ্রহ) আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী হয়েছে। আরেক বর্ণনায় আছে (আমার অনুকম্পা) আমার ক্রোধের অগ্রগামী হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৬৪, 'আল্লাহ্‌র রহমতের ব্যাপকতা' অনুচ্ছেদ, 'দো'আ' অধ্যায়)*।

(২) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কিছু সংখ্যক বন্দী হাযির করা হ'ল, তাদের মধ্যে জনৈকা বন্দিনী অস্থির হয়ে দৌড়াচ্ছিল আর বন্দীদের মধ্যে কোন একটি শিশু পেলেই সে তাকে কোলে নিয়ে পেটের সাথে মিশিয়ে দুধ পান করাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি মনে করো এ মেয়েটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! কখনই নয়। তিনি বললেন, এ মেয়েটি তার সন্তানের প্রতি যেরূপ সদয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চাইতেও অনেক বেশী সদয় ও অনুগ্রহশীল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭০, 'আল্লাহ্‌র রহমতের ব্যাপকতা' অনুচ্ছেদ, 'দো'আ' অধ্যায়)*।

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, সে মহান সত্তার শপথ করে বলছি, তোমরা যদি গোনাহ না করতে, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে যেতেন এবং তোমাদের জায়গায় এমন এক জাতিকে আনতেন, যারা গোনাহ করে আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইতো। অতঃপর আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩২৮, 'তাওবা ও ইস্তিগফার' 'দো'আ' অধ্যায়)*।

পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ অহি-র ব্যাখ্যাই হাদীছ। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন হাদীছের একমাত্র প্রবক্তা। সুতরাং উপরে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যাগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। আসলে বান্দাহ তার বিবেক বর্হিভূত কোন কাজে অন্ধ হয়ে অংশ গ্রহণ না করলেই তা ক্ষমার যোগ্য হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। আর যারা আল্লাহ্‌র ক্ষমার আশাবাদী তারা কখনই বিবেকহীন হয়ে কাজ করবে না। তবে মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় বা পাপ করে। তাছাড়া এ পাপ কাজের জন্য শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তৎপরতার কোন কমতি নেই। অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হ'লে তিনি দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেন।

রাসূল (ছাঃ)ও নিজেকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত মনে করতেন না, বরং আল্লাহ্‌র ভয়ে সর্বদাই ভীত থাকতেন। তাই তিনি স্বীয় দোষ বা অপরাধ হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্য করুণাময় আল্লাহ্‌র সমীপে বার বার (সত্তর বার বা একশত বার) তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এগুলি লক্ষ্য করলে বা গভীরভাবে চিন্তা করলে সাধারণ মানুষের কি করা উচিত তা বোধগম্যে আনা সম্ভব। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী কোন ঈমানদার বান্দাই তাঁর অনুসরণ হ'তে বিন্দুমাত্রও বিচ্ছিন্ন হবে না। তারা তাদের প্রিয় রাসূলের আদর্শের অনুসরণ ও আল্লাহ্‌র প্রেমময় আহ্বানগুলো বার বার অনুসন্ধান করবে এবং তাঁর ক্ষমার দিকে এগিয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ– 'যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ–

‘তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে’ *(মুমিন ৪০/৬০)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَن كَثِيْرٍ–

‘তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন’ *(শূরা ৪২/৩০)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيْمٍ ‘নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(হা-মীম-সিজদাহ ৪১/৪৩)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ، فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْــدُ– ‘তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, মহান আরশের অধিকারী। তিনি যা চান, তাই করেন’ *(বুরূজ ৮৫/১৪-১৬)*।

আল্লাহ প্রতিটি মানুষের পাপ-পুণ্য ও ভাল-মন্দের খবর রাখেন। যারা বড় বড় পাপ, অশ্লীল, অসামাজিক ও লজ্জাহীন কাজ থেকে বিরত থাকে তাদের ছোট-খাট অন্যায়-অপরাধ বা পাপ তিনি ক্ষমা করে দেন। আর যারা বিনীত অন্তরে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং ভীতির মাধ্যমে ক্ষমার আশা পোষণ করে তাদের অনেক পাপও তিনি ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে যারা তাদের ইবাদতে অহংকার করে অর্থাৎ নিজকে বড় ইবাদতকারী মনে করে অথচ ইবাদতের মাঝে বিনয় ও নম্রতা পোষণ করে না, তারা আল্লাহ্র দয়া ও রহমতের সম্মুখে ক্ষমার অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসাবে ভীতি সহকারে মান্যকারীদের জন্য তিনি সীমাহীন ও শর্তহীন ক্ষমাশীল। তবে তাঁকে অস্বীকারকারী, তাঁর শরীক স্থাপনকারী ও সীমালংঘনকারীদের জন্য নয়।

৫. আল্লাহ নেককার দুর্বল ও পাপীকেও ক্ষমা করেন

আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নামের মধ্যে ‘ক্ষমাশীল’ একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন নাম এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ তাঁর মহাজ্ঞানের দ্বারা উহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজন ও মূল্যায়ন করে তা ধীরে ধীরে সহজভাবেই অবতীর্ণ করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। এগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সহজ মনে হ’লেও এর তাৎপর্য স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তিনি বলেন, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ– ‘আল্লাহ আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, মার্জনাকারী’ *(ছোয়াদ ৩৮/৬৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّــهُ قَــانِتُوْنَ– ‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ’ *(রূম ৩০/২৬)*।

অপর এক আয়াতে প্রত্যাদেশ এসেছে,

إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلاَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِــنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا–

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলি টলে যায়, তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলো স্থির রাখবেন? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল’ *(ফাতির ৩৫/৪১)*।

উপরোল্লেখিত আয়াতগুলি দ্বারা মহাক্ষমাশীল আল্লাহ তা‘আলার অসীম ও অপার মহিমার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আহ্বান জানান হয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহ্র বৃহত্তম সৃষ্টি আসমান-যমীন এবং ক্ষুদ্রতম সৃষ্টি পিপীলিকা জাতীয় কীট-পতঙ্গ, যার সঠিক পরিচয় বা নাম জানা অসম্ভব। অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে বৃহত্তম হ’ল জ্ঞান-বিজ্ঞান, আলো-অন্ধকার, বায়ু, তাপ, শব্দ প্রভৃতি এবং ক্ষুদ্রতম হ’ল মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির ন্যায় অসংখ্য বস্তু।

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুসমূহের নাম আকার-আকৃতি, প্রকৃতি, পরিসংখ্যান, অবস্থান, কার্যক্রম, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের জ্ঞান খুবই সামান্য। অথচ এ বিষয়েও মানুষ নিজেকে (বা অন্য মানুষকে) অনেক বড় জ্ঞানী মনে করে, গবেষণা চালায় জলে-স্থলে, মহাশূন্যে ও ভূগর্ভের বিভিন্ন দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে, অতঃপর যৎসামান্য জ্ঞান লাভ করে যা অসীম সৃষ্টির তুলনায় নেহাৎ নগণ্য, তবে মানুষের জ্ঞানে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে মানুষকে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করার ইংগিত দিয়ে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ– 'যদি আল্লাহ্‌র নে'মত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(নাহ'ল ১৬/১৮)*।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সৃষ্ট বস্তুগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহ সংখ্যায় এত অধিক যে মানুষের পক্ষে তা গণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষে তা সহজ এবং বেশীও নয়। এগুলির পরিসংখ্যান রয়েছে এবং প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য রয়েছে, বিনা কারণে একটিরও সৃষ্টি হয়নি। জগত সৃষ্টির বা মানুষ সৃষ্টির প্রথম হ'তে আজ পর্যন্ত শুধু মানুষের হিসাব (পরিসংখ্যান) রাখা কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত রাখা তো আরও অসম্ভব। অথচ আল্লাহ্‌র কাছে এর সঠিক পরিসংখ্যান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে' *(মারিয়াম ১৯/৯৩-৯৫)*। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম নেই, অর্থাৎ সকল সৃষ্ট বস্তুই তার পরিসংখ্যানে রয়েছে। এসব বড় বড় বিষয়ে ভুল চিন্তা পরিহার করে আল্লাহ্‌র উপর আত্মসমর্পণপূর্বক ক্ষমাপ্রার্থী হ'লে তিনি ক্ষমা করবেন।

প্রেমময় আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি মৌলিক আদেশগুলি ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী নাযিল করেছেন এবং দয়া, ক্ষমা, রহমত,

অনুগ্রহ, অনুকম্পা প্রভৃতির মত বহু আশা ভরসার বাণীও অবতীর্ণ করেছেন মানব জাতির জন্য। এতদ্ব্যতীত তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের জন্যও বহু শিক্ষণীয় পৃথক পৃথক উপদেশ বাণী প্রেরণ করেছেন। এগুলি জানা ও মান্য করা সবার জন্য সমভাবে আবশ্যক। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেই আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধানাবলী জানে না বা বোঝে না। এক্ষেত্রে যারা জানে তাদের দায়িত্ব হ'ল, যারা জানে না বা বোঝে না তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া বা বুঝিয়ে দেওয়া। যদি কোন পণ্ডিত ব্যক্তি অহংকারবশতঃ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে তা গোপন রাখে, কাউকে শিক্ষা না দেয় তবে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র শাস্তির সম্মুখীন হবে। তবে এ বিষয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করলে পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র বাণী, 'নিশ্চয়ই যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও, সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও। তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯-১৬০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্‌র সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত, এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, আপনি তাদের জন্য কোন পথই পাবেন না কোথাও। হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে? নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথকে সুদৃঢ়ভাবে

আঁকড়ে ধরে আল্লাহ্র ফরমানবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপূণ্য দান করবেন। তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ কি করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক? আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী সর্বজ্ঞ' *(নিসা ৪/১৪২-১৪৭)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ– 'আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটে' *(রা'দ ১৩/৬)*।

ইতিমধ্যে আমরা অবগত হয়েছি যে, আল্লাহ্র নে'মত বা সৃষ্ট বস্তু সমূহ গণনা করে শেষ করা যাবে না। অর্থাৎ মানুষের উপকারের জন্য যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে তা কখনও কোন মানুষের পক্ষে গণনা করা সম্ভব হ'তে পারে না। শুধু তাই নয়, তাঁর যে গুণাবলী রয়েছে সেগুলিরও এক একটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা অভ্যন্তরস্থ তাৎপর্য জানা বা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় বান্দার কৃতকর্মে আল্লাহ অসন্তুষ্ট রয়েছেন এমন ব্যক্তিও যখন পবিত্র মন-মানসিকতা নিয়ে তওবা করে ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তখন আল্লাহ সব ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। অভিশপ্ত মুনাফেকদের কোন সাহায্যকারী নেই, আল্লাহ তাঁর প্রত্যাদেশে এ আভাস দিয়েছেন। কিন্তু তারাও যদি আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে তওবা করে ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে তারাও আল্লাহ্র দয়া ও ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনকি তাঁর প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ঈমানদার বান্দাদেরকেও আল্লাহ আযাব হ'তে রক্ষা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

আল্লাহ্র ক্ষমা ও রহমত লাভের বর্ণনা দিয়ে প্রত্যাদেশ এসেছে, 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের

জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তা-ই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হ'ল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান' *(আলে ইমরান ৩/১৩২-১৩৬)*।

আলোচ্য আয়াত কয়টিতে আল্লাহ তাঁর ক্ষমাযোগ্য বান্দাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করেছেন। কিছু সৎ মনোভাবাপন্ন বা পূণ্যবান লোক আছে, যারা সচ্ছলতার সময়ও দান-খয়রাত করে, অভাবের সময়ও দান-খয়রাত করে। কোন সময় রাগান্বিত হ'লে রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। আবার কোন সময় কোন খারাপ বা অশ্লীল কাজ করলে বা খারাপ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের ভুলের জন্য বা পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এরূপ লোকদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ লোকের সংখ্যা হবে অনেক যার পরিসংখ্যান আল্লাহপাকই ভাল জানেন।

এতদ্ব্যতীত এদের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের আরও বহু বান্দা রয়েছে তারাও আল্লাহ্র দয়া ও ক্ষমার আওতাভুক্ত হয়ে যাবে। মানুষের অবগতিকল্পে করুণাময় আল্লাহ বলেন, 'দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু *(তাওবাহ ৯/৯১)*। অনুরূপ প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'কোন কোন বেদুঈন এমনও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং আপনার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক। আর

আল্লাহ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। আর কোন কোন বেদুঈন হ'ল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর ক্বিয়ামতের দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং রাসূলের দো'আ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো তাই হ'ল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(তাওবাহ ৯/৯৮-৯৯)*।

ধর্ম নিয়ে মতভিন্নতা, প্রতারণা, মুনাফেকী বা ছলচাতুরী একটি চিরাচরিত ইতিহাস। এ বিষয়ে আমাদের মহানবী (ছাঃ)-কে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রয়াসে প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'কিছু কিছু লোক আপনার আশেপাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনড়। আপনি তাদের জানেন না, আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দু'বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহা আযাবের দিকে। আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ ও একটি বদ কাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পারেন এর মাধ্যমে। আর আপনি তাদের জন্য দো'আ করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দো'আ তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন। তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুতঃ আল্লাহই তওবা কবুলকারী, করুণাময়। আর আপনি বলে দিন, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে তোমরা যা করতে। আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে, তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন, না হয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন' *(তওবা ৯/১০১-১০৬)*।

আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। যারা এ বিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীতে কর্ম সম্পাদন করে তারা কখনও আল্লাহ্‌র দয়া, ক্ষমা ও রহমত হ'তে নিরাশ হয় না। এ বিষয়ে একটি হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র এক বান্দা গোনাহ করল। (রাবীর কথা- কোন কোন সময় তিনি 'আছাবা যামবান' কথাটি না বলে বলেছেন, 'আযনাবা যামবান') তারপর দো'আ করল, হে রব! আমি গোনাহ করে ফেলেছি (রাবীর কথা- কোন কোন সময় 'আযনাবতু' না বলে 'আছাবতু' বলেছেন)। অতঃপর বলল, আমার গোনাহ মাফ করে দিন। তার রব তখন বলল, আমার বান্দা কি জানে যে তার এমন একজন রব আছেন, যিনি গোনাহ মাফ করে থাকেন আর উক্ত গোনাহ্‌র কারণে পাকড়াও করেও থাকেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এরপর যতদিন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ততদিন সে এ অবস্থায় থাকল এবং আবার গোনাহ করল (বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'আছাবা যামবান' বলেছেন, না 'আযনাবা যামবান' বলেছেন, তা স্মরণ নেই)। এবার সে বলল, হে রব! আমি গোনাহ করে ফেলেছি, (বর্ণনাকারীর কথা তিনি এখানে 'আছাবতু' অথবা 'আযনাবুত' বলেছেন) আমার এ গোনাহ আপনি মাফ করে দিন। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি গোনাহ মাফ করেন আবার গোনাহর কারণে পাকড়াও করেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এরপর সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত কিছুদিন এ অবস্থায় থাকল এবং পুনরায় গোনাহ লিপ্ত হ'ল (রাবী বলেন- কখনো তিনি 'আযনাবা যামবান' বলেছেন, আবার কখনো 'আছাবা যামবান' বলেছেন)। এবার সে বলল, হে রব! আমি আরেকটি গোনাহ করে ফেলেছি। (রাবী বলেন- অথবা তিনি 'আযাবত'-এর স্থানে 'আযনাবুত' বলেছেন)। (সে বলল) আমার এ গোনাহ মাফ করে দিন। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি জানে, যে তার এমন একজন রব আছেন যিনি গোনাহ মাফ করেন আবার গোনাহের কারণে শাস্তিও দেন? আচ্ছা আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। তিনবার এরূপ বলবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৩৩, 'তাওবা ও ইস্তিগফার' পরিচ্ছেদ, 'দো'আ' অধ্যায়)*।

বস্তুতঃ দয়া, ক্ষমা, রহমত-অনুগ্রহ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাপ-পুণ্য, শাস্তি প্রভৃতি সবই অদৃশ্য বস্তু। এগুলি কেবল আল্লাহ জানেন। তিনিই প্রয়োজনবোধে যথাসময়ে এগুলি প্রকাশ করে থাকেন। মানুষ এ সম্বন্ধে খুব অল্পই চিন্তা-ভাবনা করে। যারা আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিশ্বাসী তারা এজগতে নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার ন্যায়ই মৃত্যুর পরে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাওয়ায় বিশ্বাসী। অতঃপর প্রতিফলিত হবে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বর্ণিত ক্ষমাশীল অধ্যায়ের অনুকূল প্রশান্তির জগত অথবা প্রতিকূল অশান্তি বা শাস্তির জগতের সূচনা। সুতরাং আল্লাহ ক্ষমাশীল- এ প্রতিপাদ্যকে অন্ত রে রেখে কাজ করে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

৬. যারা স্বীয় পাপ স্বীকার করে তারা ক্ষমা পায়

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা তাদের নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। পৃথিবীতে জ্ঞানের নিদর্শনের ব্যাপকতা প্রচুর হওয়ায় মানুষের জ্ঞানের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সাধনের উপযোগী হয়, আবার কোন সময় তা সীমালংঘনে প্রবৃত্ত করে অনেককে। এর জন্য ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রথমেই দোষারোপ না করে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে সংশোধন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অতঃপর ক্ষমা প্রদর্শন ও উহার পুরোপুরি আশ্বাস প্রদান করে, তিনি নিজেকে ক্ষমাশীল বলে ঘোষণা করেছেন।

তবে তিনি মানুষকে তাঁর অনুবর্তী থাকা এবং অবাধ্য না হওয়ার ব্যাপারে যে সুন্দর ও সম্মানজনক বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছেন, তা মেনে চলার জন্যও সে জ্ঞানকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। যারা আল্লাহ্‌র এ আহ্বানে এবং সমগ্র সৃষ্টিতে বিশ্বাসী হয়ে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চাইবে তারা তাঁর আশ্রয়ে বা সাহায্যে থাকবে। তাদের সামান্য ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল। অতঃপর আল্লাহ্‌র এ বিশ্বাসী বান্দারা যদি ভুলবশতঃ বা অজ্ঞতাবশতঃ কোন বিধান লংঘন করে ফেলে, নিজেকে অপরাধী মনে করে তৎক্ষণাৎ তওবা করে, তবে

আল্লাহ তার তওবা মঞ্জুর করে তাকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী বান্দারা নানাভাবে গোনাহর কাজ করে ক্ষমা প্রার্থী হ'লে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন। তাছাড়া যারা স্বীয় অপরাধ বা পাপ স্বীকার করে বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তাদের প্রতিও তিনি ক্ষমাশীল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَآخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'আর কোন কোন লোক রয়েছে, যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই হয়ত আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(তওবা ৯/১০২)*।

স্বীয় অপরাধ স্বীকারের ব্যাপারে এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনায় জানা যায়, নবীকুলের মধ্যে খ্যাতনামা নবী ও রাসূল মূসা (আঃ) একদা ঘটনাচক্রে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন। অতঃপর নিজেকে চরম অপরাধী ভেবে আল্লাহ্‌র নিকট বিনম্রচিত্তে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। বিষয়টি যেভাবে পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে তা হ'ল, 'যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্যজন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের উপর যুলুম করে ফেলেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(ক্বাছাছ ২৮/১৪-১৬)*।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নিহত ব্যক্তি ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু বা কাফের। তাকে হত্যা করা কোন অপরাধ হয়নি। কিন্তু মূসা (আঃ) তাকে হত্যার ইচ্ছা নিয়ে আঘাত করেননি, বরং তাঁর দলের লোকটির উপকারার্থে তাকে একটা ঘুষি মেরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেলে মূসা (আঃ) নিজকে অপরাধী ভেবে আল্লাহ্‌র নিকট বিনম্র চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তার প্রার্থনার বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এ ধরনের অনেক জানা ও অজানা ইতিহাস রয়েছে। ক্ষমা প্রসঙ্গে আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন,

إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءٍ فَإِنِّي غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

‘তবে যে বাড়াবাড়ি করে এরপর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ *(নমল ২৭/১১)*।

বস্তুতঃ তওবা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতির সমর্থনে যে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে, তা সামান্য ঈমানদার বান্দার জন্যও এক অতুলনীয় প্রত্যাদেশ। যেমন-প্রজ্ঞাময় আল্লাহ বলেন,

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ-

‘তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে এবং আল্লাহ তওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময় না হ’লে কত কিছুই যে হয়ে যেত’ *(নূর ২৪/১০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ-

‘যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ দয়ালু, মেহেরবান না হ’তেন তবে কত কিছুই হয়ে যেত’ *(নূর ২৪/২০)*।

আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাদের সতর্কতার প্রয়াসে অবহিত করেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না

থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হ’তে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন জানেন’ *(নূর ২৪/২১)*।

আল্লাহ আরো বলেন, ‘মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও’ *(নূর ২৪/৩১)*।

অতঃপর ঈমানদার ও মুমিন নর-নারীদের আশা-ভরসা সম্বলিত এক উজ্জ্বল প্রত্যাদেশে আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, অনুগত নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ, ছিয়াম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌র অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার’ *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

উপরের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাঁর দয়া, ক্ষমা, রহমত, অনুগ্রহ প্রভৃতি সকল বান্দার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ বলে জানিয়েছেন। তবে ঈমানদার ও মুমিন বান্দাগণকে অধিক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর শর্তসাপেক্ষে সকল বান্দাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর মানব প্রতিনিধির জন্য বড়-ছোট অসংখ্য নে‘মতরাজি সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, আলো-তাপ, বায়ু, পানি প্রভৃতি বড় বড় সৃষ্টিগুলির উপকারিতা দুনিয়ার ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সব মানুষ, অতঃপর সব প্রাণীই সমানভাবে ভোগ করে থাকে। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র দয়া, ক্ষমা, রহমত, অনুগ্রহ প্রভৃতির মত বড় বড় অদৃশ্য অবদানগুলিও দুনিয়ার সব মানুষ অতঃপর সকল প্রাণীই সমানভাবে ভোগ করে থাকে। কিন্তু আমরা তা বুঝি না এবং বোঝার চেষ্টাও করি না। অথচ একটু মনোযোগ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করলে খুব সহজেই তা বোঝা যাবে।

মানুষ ভুল পথে বা পাপের পথে চলতে চলতে এক সময়ে আল্লাহ্‌র দয়া, ক্ষমা, অনুগ্রহ ও ভালবাসার বিষয়গুলি মনে এলে তা বিশ্বাস করে তাঁর দরবারে সত্যিকারের তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়ে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। এসব মানুষকে জানানো

খুবই প্রয়োজন। যাতে তারা আল্লাহ্‌র পথে হেদায়াতের পথে, সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আসে। কেননা এ জীবনের নিশ্চয়তা নেই। আবার শয়তান তাকে বিভ্রান্তও করে। যেমন একজন সুস্থ মানুষ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়, আবার দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে হঠাৎ মৃত্যুবরণও করে। একইভাবে একজন ভাল মানুষ কোন শয়তানের পাল্লায় পড়ে খারাপ পথে চলে যায়। আবার একজন খারাপ বা পথভ্রষ্ট মানুষ সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ কোন ভাল পরিবেশ পেয়ে ভাল পথে ফিরে আসে। এ সহজ বিষয়গুলি সকল মানুষ বোঝে।

মধ্যমপন্থী লোকদের এক আলোচনায় মহাজ্ঞানী আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন, ‘তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী, যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্চিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৭-৭১)*।

আল্লাহ ক্ষমাশীল এ সংক্রান্ত এক প্রত্যাদেশে তিনি বলেন, ‘মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক, আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। আর যদি আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের

মধ্যে কোন লোককে যদি ক্ষমা করে দেয়ও, তবে অবশ্যই কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ তারা ছিল গোনাহগার’ *(তওবা ৯/৬৪-৬৬)*।

আলোচ্য আয়াতে মুনাফেক গোষ্ঠীর কথা-বার্তা বা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যে বিরূপ ও রহস্যজনক মন্তব্য আলোচিত হয়েছে তার সঠিক মর্মার্থ ও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একমাত্র অন্তর্যামী আল্লাহই জানেন। তিনিই ভাল জানেন তাদের কথাবার্তা বা অন্তরের রূপ কিরূপ ছিল। তবে তাদের মধ্যে কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া, কাউকে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণায় বোঝা যায় তাদের মধ্যে কোন কোন হৃদয়বান ব্যক্তির মন্তব্যে আল্লাহভীতি বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত ছিল এবং কোন কোন হৃদয়হীন ব্যক্তির মন্তব্যে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ছিল।

একই দলভুক্ত হয়ে কাজ করা লোকদের মাঝেও কোন কোন ব্যক্তির অন্তরের স্বচ্ছতার কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এটা মানব জাতির আবহমানকালের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস। বর্তমান কালেও এরূপ সমস্যার কোন অভাব নেই। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন ও কর্মজীবনের প্রায় সকল স্তরেই যে মিথ্যা ও মুনাফেকীর প্রতিযোগিতা চলছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে সত্য, সঠিক, পবিত্র ও ন্যায়পথের পথিকরা নিজেদের প্রকৃত অবস্থানে রাখতে হিমশিম খেয়ে সমস্যার দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে। কারণ এত সভ্য সমাজে মিথ্যা ও মুনাফেকী চিহ্নিত করা একটি জটিল সমস্যা। আবার অপরাধী চক্রের মধ্য হ'তে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করাও খুব ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট এদের পরিচয় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। অবশ্য যারা এতে জড়িত তারা অন্ততঃ কিছু বোঝে। আর যদি কেউ বুঝেও অবুঝ হয় তবে তার দায়িত্ব তার উপরই থাকবে।

আল্লাহ তাঁর ন্যায়ের মানদণ্ডে প্রকৃত স্বচ্ছ ও সৎকর্মশীলদের ক্ষমা করবেন এবং প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান নিশ্চত করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল- এ প্রতিপাদ্যের উপর প্রতিটি ঈমানদার বান্দার অবিচল থেকে কাজ করে যেতে হবে। কারণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য আল্লাহ তাওফীক দিলে কোন

ঈমানদার বান্দাই তাঁর ক্ষমা হ'তে বিচ্যুত হবে না; বরং অনেক পথহারা ও পথভ্রষ্টরাও ক্ষমার আওতাভুক্ত হয়ে যাবে। আমরা তাঁর দরবারে এ প্রার্থনাই জানাব।

৭. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর নির্ভরশীল

ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদেশ হ'ল এক আল্লাহ্র ইবাদত বা উপাসনা করা, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম আত্মবিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ করা। আর দুনিয়ার মানুষ তথা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসরণ। এ দু'টি বিষয়ই পবিত্র কুরআনের প্রথম ও দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁকেই একমাত্র উপাস্য হিসাবে তাঁর ইবাদত করার এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণের আদেশ করেছেন। যা কখনও অমান্য করার যোগ্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে যে সব অমূল্যবাণী প্রত্যাদেশ করেছেন, এখানে উদাহরণ স্বরূপ তার কয়েকটির উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন, مَّنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে' *(নিসা ৪/৮০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*।

তিনি আলো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, মান্য কর রাসূলের নির্দেশ এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের। আর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হও, তাহ'লে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের

উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুম মান্যকারীদের মহা সফলতার সুসংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে কেউ আল্লাহ্র হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহ'লে যাদের প্রতি আল্লাহ নে'মত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হ'লেন নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হ'ল সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৬৯)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَإِنْ تُطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ لاَ يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১৪)*।

মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত রাখার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্বরূপ সৃষ্টির প্রথম হ'তেই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আগমন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকায় ধর্মীয় নেতৃত্ব দান করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। পরিশেষে শেষ নবী ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে। শুধু আরবের জন্য নয়, বরং সারা বিশ্বের জন্য তিনি নবী ও রাসূল মনোনীত হন। তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সব পণ্ডিত, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর নিরপেক্ষ বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপণ্ডিত হিসাবে খ্যাতিমান হয়ে আছেন। তাঁর স্বচ্ছ ও অনন্য চরিত্র-মাধুর্য পৃথিবীর সকল মানুষের অনুসরণযোগ্য। বিশেষতঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। আর তাঁর অনুসরণ মহান আল্লাহ্র আদেশ পালনেরই নামান্তর।

আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে প্রমাণ সাপেক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ পদ্ধতির মৌলিক দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব। মানুষ মহান আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও শ্রেষ্ঠ ভালবাসার পাত্র, সৃষ্টি জগতে এ ভালবাসার কোন তুলনা

নেই এবং ক্ষমারও কোন তুলনা নেই। অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে এক প্রত্যাদেশে বলেন,

قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُـــمْ ذُنُـــوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহ’লে আমাকে অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দিবেন। আল্লাহ হ’লেন ক্ষমাকারী দয়ালু’ *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِن رَّحْمَـــةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

‘বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

অন্যত্র প্রত্যাদেশ এসেছে,

الَّذِيْنَ آمَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِه وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَـــئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

‘যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর রাসূলের উপর এবং তাঁদের কারো প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য ছওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু’ *(নিসা ৪/১৫২)*।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আর কোন কোন বেদুইন হ’ল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং রাসূলের দো‘আ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো! তাই হ’ল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ তাদেরকে

নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়’ *(তওবা ৯/৯৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য একজন অনুকরণীয় অমর চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব। অনাবিল চরিত্র মাধুর্যের কারণে আরবের সকল গোত্র, সকল ধর্মাবলম্বী এবং বিশ্বের পরিচিত ও অপরিচিত সকলের নিকট ছিলেন তিনি সমাদৃত। তাঁর জীবনের সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে জিবরীল (আঃ) প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। তিনি সমাজে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ, একে অন্যের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে সহানুভূতি প্রকাশ, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও অপরিসীম ধৈর্য সহকারে সহাবস্থানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা পবিত্র কুরআন ও হাদীছের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে রক্ষিত আছে। তাঁর নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায় বিধর্মী শত্রুরাও হতবাক হয়ে দলে দলে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হ’ত।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাগণকে অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমেও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এরূপ বিশ্বাস স্থাপনকারীর প্রতি তাঁর ক্ষমা, দয়া, অনুগ্রহ বর্ধিত করা হবে। আল্লাহ হচ্ছেন অসীম ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তাই যথাসময় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ পূর্বক মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করার পথ সর্বদাই উন্মুক্ত রয়েছে। ধর্মের প্রতি অগ্রবর্তী ও চিন্তাশীল লোকেরাই এর সন্ধান পায়।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সকল পবিত্রতা আপনারই, আমাদিগকে আপনি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচান। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আপনি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেন, তাকে সব সময়ে অপমানিত করলেন। আর যালেমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই। হে

আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ করুন এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দিন। আর আমাদের মৃত্যু দিন নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দিন, যা আপনি ওয়াদা করেছেন, আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং ক্বিয়ামতের দিন আমাদিগকে আপনি অপমানিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না' *(Av‡j Bgivb 3/190-194)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'ঈমানদার পুরুষ আর ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে। এদের উপরই আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী সুকৌশলী' *(তওবা ৯/৭১)*।

উপরের আয়াতগুলিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিবিড়ভাবে আত্মসমর্পণকারীর আকুল আবেদন প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যারা বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক সৎকর্ম সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করে, অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যের সমর্থক ও অনুসারী হয়, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ পাক তাদের ভুল-ত্রুটি ও মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করে দেন এবং নিজের দলভুক্ত করে নেন।

কিন্তু যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না বা ভয় করে না এবং তাঁর প্রেরিত মহানবী (ছাঃ)-কেও মান্য করে না তারা প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় পতিত হয় এবং অনিবার্য ধ্বংস ডেকে আনে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অমান্য বা অবজ্ঞা করার মত কোন অবকাশ ইসলামে নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَئِكَ فِيْ الأَذَلِّـــيْنَ– 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত' *(মুজদালা ৫৮/২০)*।

অন্যত্র আল্লাহ্র স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে, وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَـــعِيْرًا– 'যারা আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে না আমি সে সমস্ত কাফেরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' *(ফাতহ ৪৮/১৩)*।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। যে একটি সৎকর্ম করবে সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন- একনিষ্ঠ ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খোঁজ করব অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি বলে দেবেন, যেসব বিষয় তোমরা বিরোধ করতে। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু' *(আন'আম ৬/১৫৯-১৬৫)*।

উপরের আয়াতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) উভয়ের প্রতি আনুগত্য ছাড়া উম্মতে মুহাম্মাদীর কোন ইবাদতই আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না। আরও বলা হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীরা অবশ্যই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। সংক্ষেপে প্রথম আদেশ হ'ল বান্দার জন্য এক আল্লাহ্র ইবাদত, আর দ্বিতীয় আদেশ হ'ল

মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ। এ দু'টি আদেশের দু'টিই অথবা যেকোন একটি অমান্য করলে সে কাফের বলে গণ্য হবে।

সুতরাং এসব ভীতিপূর্ণ উপদেশকে সামনে রেখে জীবন সংগ্রামে পাড়ি দিতে হবে। যা এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির সহায়ক।

৮. আল্লাহ অন্তর্যামী ও ক্ষমাশীল

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতে অগণিত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে প্রাণীজগত একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যমান সৃষ্টি। আর এদের দেহের অভ্যন্তরে এক অকল্পনীয় অদৃশ্য বস্তু হৃদয়, অন্তর, মন বা নফসের সৃষ্টি করেছেন যা সকল প্রাণীরই পরিচালক, বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই। মানুষের মন বড় বিচিত্র, একজনের মনের সঙ্গে অন্যজনের মনের মিল নেই। পৃথিবীর শতকোটি মানুষের মনের কথা শতকোটি ধারায় প্রবাহিত। অথচ এগুলো সবই আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। তিনি সকলের (সব মানুষের) মনের খবর জানেন এবং তিনি সকলের একমাত্র প্রভু বা উপাস্য।

মানুষের মধ্যে মনের মিল না থাকায় কাজের মধ্যেও কোন মিল নেই। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই মানুষের রং, চেহারা, আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতিতে এক জনের সঙ্গে আর এক জনের হুবহু মিল রাখেননি। কথাবার্তা, গলার স্বর, বিদ্যা, বুদ্ধিসহ মানবিক সকল কাজে কিছু কিছু অমিল রয়েছেই। এর মধ্য দিয়েই চলছে দুনিয়ার ভাল-মন্দ সহ সকল হিসাব-নিকাশ। মানুষের অন্তর স্বাধীন হওয়ায় সে প্রায় নিজের ইচ্ছামত কাজ করে। এতে ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, অতঃপর ক্ষমাশীল আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সে ভুল-ত্রুটি বিবেক বহির্ভূত হয়ে গেলে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার বাইরে চলে গেলে ক্ষমার অযোগ্য হয়ে যাবে। তবে আল্লাহর দয়ায় মানুষ বহু ভুল-ত্রুটি ও অন্যায় কাজের পরেও ক্ষমা পেয়ে যাবে।

'আল্লাহ ক্ষমাশীল' এ পর্যায়ে আমরা ইতিমধ্যে ক্ষমার আয়াতগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করেছি এবং অসীম ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে আশানুরূপ ক্ষমার আশ্বাস পেয়েছি। অবশ্য পূর্বালোচিত ক্ষমা সম্পর্কিত আলোচনা

মানুষের প্রকাশ্য ভুল-ত্রুটি বা অন্যায় কাজের দ্বারা সৃষ্ট পাপের ক্ষমার বিষয়ে, কিন্তু অন্তরের কলুষতা দ্বারা অতি সংগোপনে সৃষ্ট পাপের ক্ষমা বিষয়ে আলোচনা হয়নি। এখানে এ বিষয়টি সংক্ষেপে পেশ করতে চাই।

পৃথিবীতে অনেক মানুষ সকলকে এড়িয়ে বা ফাঁকি দিয়ে গোপনে যুক্তি পরামর্শ বা ষড়যন্ত্র করে একাকী বা দু'জনে, তিন জনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে, কাউকে পঙ্গু করে দেয় এবং অনুরূপ আরও গুরুতর অন্যায় বা পাপ করে। তারা ভাবে নিভৃতে কৃত এত গোপন তথ্য কারও পক্ষে জানা বুঝা বা অনুমান করা সম্ভব নয়। সে সময় তারা মানুষকেই ভয় করে বা অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, অন্তর্যামী আল্লাহ্‌র কথা একেবারেই ভুলে যায়। এরূপ ধারণা নিরসণকল্পেই মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ–

'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী' *(ক্বাফ ৫০/১৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ– 'তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান' *(রা'দ ১৩/১০)*।

এ বিষয়ের আরও সুসংবাদ হ'ল, رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ إِنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا– 'তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(বানী ইসরাঈল ১৭/২৫)*।

একই মর্মার্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বিশেষ প্রত্যাদেশ দ্বারা অবহিত করেন, 'বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সে সবও তিনি জানেন, আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান। সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও। ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হ'ত। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহ'লে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হ'লেন ক্ষমাকারী দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩/২৯-৩১)*।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তর বা মন হ'ল একটা অত্যন্ত শক্তিশালী অদৃশ্য সৃষ্টি। বিশ্বজগতে মানব জাতির সকল ভাল-মন্দ শক্তির উৎসই তার মন। আমরা একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করলেই দেখতে পাব, এ অনন্ত চিন্তার জগতে মানুষ কিভাবে নিজ নিজ লক্ষ্য নিয়ে সাঁতার কাটছে এবং তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাচ্ছে। অন্তর্যামী আল্লাহ এদের সবার গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন এবং সংরক্ষণও করছেন বিশেষ হিসাব বহিতে (আমলনামায়)। মানুষের আন্তরিক অভিযানের কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্র স্মরণ, সম্মতি, ভীতি এবং সন্তুষ্টির সম্পৃক্ততা থাকলে বিষয়টির মধ্যে ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলেও আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস দিয়েছেন।

কিন্তু মনের (জ্ঞানের) এ শক্তি নিয়ে কোন মানুষ যেন অনধিকার কোন ইচ্ছা না করে। কারণ মনের গোপন চিন্তায়ও শয়তান তার কুচক্রান্তের প্রভাব খাটায়। ঐ সময় আল্লাহকে স্মরণ করলে সঠিক পথে টিকে থাকা যায়। কিন্তু আল্লাহকে ভুলে গেলে শয়তান তার পাশে স্থান করে নেয় এবং তাকে ভুল পথে চালিত করে। অতঃপর তার জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। মানুষের জীবনের চিন্তাধারা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধর্মীয় অনুভূতি বা অনুশীলনের ক্ষেত্রে খুবই স্পর্শকাতর। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দয়া, সাহায্য, সহানুভূতি ছাড়া ঈমান

রক্ষা করা অসম্ভব। কারণ মানুষ মাঝে মাঝে বা কোন কোন সময় পার্থিব জগতের এমন সব লোভনীয় ও আকর্ষণীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত বস্তুর প্রলোভনে পড়ে যায় যা বর্ণনা করাও কঠিন।

মনের বিপরীতে যে বিভ্রান্তিকর ও রোমাঞ্চকর পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সে প্রসঙ্গে ইউসুফ (আঃ) যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, পবিত্র কুরআনে তা সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُـــوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয় আমার পালনকর্তা যার উপর অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*।

ইউসুফ (আঃ)-এর উপরোক্ত উক্তি থেকে বোঝা যায় শয়তান অন্তরের অভ্যন্তরে তাঁর উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিল এবং তাঁকে হতবুদ্ধি করার উপক্রমই করে ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে ও মানসিক দৃঢ়তায় এই সর্বনাশ হ'তে তিনি রক্ষা পান। সংযমের এই অতুলনীয় ইতিহাস সারা মুসলিম মিল্লাত চিরদিন বিশেষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে এবং একান্ত নির্জনে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে আত্মশুদ্ধি রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ হয়ে পরম করুণাময় আল্লাহ্র সমীপে ক্ষমাপ্রার্থী হবে। অতঃপর ক্ষমাশীল আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

যেহেতু পৃথিবীর বুকে মানুষের সকল প্রকাশ্য ও গোপনীয় চিন্তার উৎস স্থল হ'ল অন্তর, হৃদয়, মন বা নফস। তাই ইহকালীন জীবনে মানুষের সকল প্রকাশ্য ও গুপ্ত কর্ম অন্তরের পরিকল্পনায় পরিচালিত হয়। প্রকাশ্য সকল ভাল ও মন্দ কাজ দেখা, শোনা ও বোঝা যায়। কিন্তু সকল গুপ্ত ভাল ও মন্দ কাজ দেখা শোনা ও বোঝা যায় না। তবে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে যারা প্রকাশ্যে ভাল কথা বলে, ভাল কাজ করে, সাধারণত তারাই গোপনে ভাল কথা ও ভাল কাজের চিন্তা করে, যা ইহকালেও প্রশংসিত পরকালেও প্রশংসিত। পক্ষান্তরে যারা প্রকাশ্যে মন্দ কথা বলে মন্দ কাজ করে,

সাধারণত তারাই গোপনে মন্দ কথা ও মন্দ কাজের চিন্তা করে, যা ইহকালেও ঘৃণিত পরকালে আরও ঘৃণিত।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার মানবিক, নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের স্বচ্ছতা রক্ষার্থে প্রকাশ্য বা গোপনে কুচিন্তার দ্বারা নিজকে কলুষিত না করার আহ্বান জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। মুমিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী উপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা করে না তারাই যালেম। মুমিনগণ তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গোনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করা পসন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর! নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১১-১২)*।

মানুষের অন্তর, মন বা হৃদয় একটি আক্রমণাত্মক অদৃশ্য শক্তি। এটা যেকোন সময় যেকোন মানুষকে আক্রমণ করতে পারে বা করে থাকে। এমতাবস্থায় যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও ভয় করে, তারা এ আক্রমণকে প্রতিহত করার শক্তি রাখে। কিন্তু যারা আল্লাহ বা তাঁর আদেশে সন্দিহান তারা অন্তরের কুপ্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ভুল পথে বা পাপের পথে লিপ্ত হয়ে যায়। ফলে এক মানুষ অপর মানুষকে অবহে'লা করে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বা অনুরূপ সমালোচনা করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ এরূপ কাজ করা হ'তে বিরত থাকতে বলেছেন। কেননা যাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয় তার প্রকৃত (ভাল-মন্দ) তথ্য অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলাই জানেন। সে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হ'তে পারে, আবার ঠাট্টাকারীর চেয়ে উত্তমও হ'তে পারে।

এতদ্ব্যতীত বহু মানুষ আন্তরিক (আক্রমণের) তাড়নায় একজন অন্যজন সম্পর্কে আনুমানিকভাবে কুচিন্তা করে, কারও গোপন বিষয় অনুসন্ধান করে, আবার কারও গীবত বা দুর্নামও করে। এরূপ গোপন অপরাধ মারাত্মক পাপ হিসাবে আখ্যায়িত করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন। উপরোক্ত আয়াতের বর্ণনায় তা পাওয়া যায়। ঐসব অপতৎপরতার জন্য আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে এরূপ কাজকে মৃত ভ্রাতার গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। মনের কলুষিত এসব কাজ হ'তে তওবা করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হ'লে তিনি ক্ষমা করে দেবেন বলেও আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

সুতরাং অন্তর বা মন নিয়ে একান্ত নীরবে ও নির্জনে গভীর চিন্তা-গবেষণা করা প্রয়োজন। কারণ অন্তর বা নফসকে বশীভূত করতে পারলেই জীবন ধন্য হয়ে উঠবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য জগতের তথা অন্তর জগতেরও প্রভু কেবল এই বিশ্বাসই যে কোন মানুষকে মহত্ত্বের শীর্ষ শিখরে উন্নীত করতে পারে, আবার কোন প্রকার ধ্বংসের হাত হ'তেও রক্ষা করতে পারে।

আল্লাহ অন্তর্যামী ও ক্ষমাশীল, এ রহস্যময় আলোচনায় প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রত্যেক ঈমানদার নর-নারীকে অন্তিমকাল পর্যন্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহ্র পথের পথিকের আদর্শের প্রতি নীরব-নিস্তব্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে। কুরআন ও হাদীছের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতে হবে। সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় তথা আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় লাভের আবেগে নিবিড় নির্জনে ক্রন্দনরত অবস্থায় আত্মনিবেদন বা দো'আ করতে হবে। কারণ অন্তরের চিন্তার প্রশস্ততা, গবেষণা বা সাধনার সমন্বয়ে অনেক উন্নত হ'তে পারে। অতএব আমাদের যে কোন দুর্বল ধ্যান-ধারণাকে উৎকৃষ্ট মর্যাদায় নিয়ে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। অন্তর্যামী দয়ালু ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা অন্তরের উদ্দেশ্যহীন বা অলীক তৎপরতা হ'তে আমাদের সকলকে হেফাযত করুন, এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ক্ষমার বিশেষ বার্তা

আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে নিয়ে বহু সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে মানবজাতিকে স্বচ্ছ, পবিত্র রাখার জন্য তার অনেক ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি, অপরাধ অন্যায়-অত্যাচারকে ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর ক্ষমার কার্যক্রম কোন সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ব্যাপক হ'তে ব্যাপকতর একটি অজ্ঞাত মহোত্তম পরিকল্পনা। এ মহৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন হতভাগ্য মানুষ তা পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে পারে না। এজন্য দয়াশীল ও ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নানাভাবে সরল-সহজ ও বোধগম্য উপায়ে তাঁর নিঃস্বার্থ ক্ষমার কথাগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ইতিমধ্যে আমরা তা আলোচনাও করেছি।

আল্লাহ ক্ষমাশীল এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন,

سُبْحَانَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلاَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ-

'তিনি পবিত্র, তিনি আল্লাহ এক, পরাক্রমশালী। তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল' *(যুমার ৩৯/৪, ৫)*।

অনুরূপ অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ-

'বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, মার্জনাকারী' *(ছোয়াদ ৩৮/৬৫, ৬৬)*।

ঈষৎ পরিবর্তিত ভাবধারায় আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন, পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফায়ছালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়, তিনি হ'লেন যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে। তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও মালিক তারা নয়। কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে শেখানো হয়। বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান' *(ফুরক্বান ২৫/১-৬)*।

উপরের আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তাঁর মহাজ্ঞান, মহাক্ষমতা ও মহা সৃষ্টির দ্বারা তাঁর একচ্ছত্র মালিকানা ও একমাত্র উপাসক হওয়ার কথা নবী করীম (ছাঃ)-কে অবহিত করেন। অতঃপর তাঁকে আদেশ করা হয়, বলুন, আমি একজন সংবাদদাতা বা সতর্ককারী এই মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, নভোমণ্ডলের, ভূমণ্ডলের ও এতদুভয়ের মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সবকিছুর মালিক তিনি এবং তিনি ক্ষমাশীলও। তিনি তাঁর বান্দার প্রতি পরম হিতাকাংখী হয়ে তাদের সকল কাজের ফায়ছালার জন্য মহাপবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও বহু লোক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করে থাকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না এবং তারা জীবন মরণেরও মালিক নয়। তারা নবী করীম (ছাঃ) ও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে নানারূপ মনগড়া কথাবার্তা বলে। পরম ধৈর্যশীল

ও দয়াশীল আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, তাদেরকে (লোকদেরকে) বলুন, এ কুরআন আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল বা অজ্ঞাত জগতের গোপন রহস্য জানেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সর্বজ্ঞ আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডলসহ সকল সৃষ্ট বস্তুর মালিক ও উপাস্য হয়েও তিনি নিজকে ক্ষমাশীল বলে ঘোষণা দেয়ার নেপথ্য কারণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ক্ষমাশীল বলতে, যিনি সহজেই অন্যের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করেন বুঝায়। আল্লাহ অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার মালিক, তিনি ক্ষমাশীল উপাধি দ্বারা কেউ তাঁর আদেশ পালনে অন্যায় অপরাধ করে ফেললেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন বুঝায়। কিন্তু তিনি এত ক্ষমতার মালিক হয়েও মানুষকে তার অন্যায়, অত্যাচার বা অবিচারের মত অপরাধের জন্য ক্ষমা করে দেবেন। কারণ তিনি অসীম দয়ার ভাণ্ডার ও ক্ষমাশীল। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে 'আল্লাহ ক্ষমাশীল' বাক্যের সর্বোচ্চ তাৎপর্য বোঝার জন্যই উপরোক্ত আয়াতগুলির অবতরণ করেছেন।

তিনি বলেন, 'যে গোনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ। যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না হ'ত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা অসীম' *(নিসা ৪/১১০-১১৩)*।

সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমত ও ভালবাসার কোন শেষ নেই। আল্লাহ পাক বিষয়গুলি রাসূলের মাধ্যমে দয়া ও ক্ষমার বিষয়টি

মানুষকে অবহিত করেছেন। তাদেরকে পাপাচার থেকে হুশিয়ার করার নির্দেশও দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বিশেষ প্রত্যাদেশ মাধ্যমে বলেন, 'আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না- যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্র তাদের দায়িত্বে নয় যে আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি, যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন? আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর এর পরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(আন'আম ৬/৫১-৫৪)*।

অত্যন্ত বাস্তব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, 'বলুন, হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা ক্বিয়ামতের দিন সে সব কিছুই নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। আর দেখবে তাদের দুষ্কর্মসমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে

শুরু করে। এরপর যখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে নে'মত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো পূর্বের জ্ঞান মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। তাদের পূর্ববর্তীরাও তা-ই বলতো। অতঃপর তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে। এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকে অতিসত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও, তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' *(যুমার ৩৯/৪৬-৫৪)*।

বিশ্বজগতে সৃষ্ট সকল বস্তুর প্রতিপালক আল্লাহ, সকল বস্তুর প্রতি ক্ষমাশীলও তিনি। মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহকে প্রতিপালক ও একমাত্র উপাস্য মনে করে বা বিশ্বাস করে, জীবনযাত্রার পথে ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ করে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে বা অন্য উপাস্যে বিশ্বাসী তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন না।

ধর্মের প্রথম কাজ আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করা, দ্বিতীয় কাজ মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করা। পূর্ণাঙ্গ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে এ দু'টির একটিও বাদ দেয়া যাবে না। আল্লাহ্‌র আদেশ হ'ল কুরআনের বাণী এবং কুরআনের বাণীর সঠিক ব্যাখ্যাকারক ও বাস্তবায়নকারী হ'লেন মহানবী (ছাঃ)। তাই আল্লাহ্‌র বাণী ও বাস্তবায়নের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে বহু লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসতো। তাছাড়াও তাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিষয়গুলিও তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থাপন করত। ক্ষমাশীল ও দয়াশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়ার নবী (ছাঃ)-কে সন্তোষজনক বাণীর দ্বারা, প্রত্যাদেশ করতেন। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিতেন। এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ

এক প্রত্যাদেশে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে বলেন, 'বলে দিন, হে মানবকুল! তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাক, তবে (জেনো) আমি তাদের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা কর আল্লাহ ব্যতীত। কিন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহ তা'আলার, যিনি তুলে নেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। আর যেন সোজা দ্বীনের প্রতি মুখ করি সরল হয়ে এবং যেন মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হই। আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকব না, যে আমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুতঃ আপনি যদি এমন কাজ করেন, তাহ'লে তখন আপনিও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। আর আল্লাহ যদি আপনার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহ'লে কেউ নেই তা খণ্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর মেহেরবাণীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন, বস্তুতঃ তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(ইউনুস ১০/১০৪-১০৭)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু' *(নিসা ৪/১০৫, ১০৬)*।

মানবকুল শ্রেষ্ঠ ও নবী-রাসূলকুল শ্রেষ্ঠ আমাদের মহানবী (ছাঃ)-এর উপর যে ক্ষমার আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলিতে তাঁর দায়িত্বের বিষয়ও তাঁকে বিশেষভাবে অবহিত করা হয়েছে। যাতে তিনি তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন এবং হেদায়াত প্রাপ্তরা হকের উপর অবিচল থাকে।

১০. নবী-রাসূলগণের ক্ষমা প্রার্থনা

আল্লাহ অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের মালিক, তাঁর সীমাহীন জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। তিনি মানুষকে সামান্য জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু মানুষ নিজকে

অনেক জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান মনে করে। ফলে প্রায়ই তাদের ভুল হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। ক্ষমাশীল আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। সব মানুষের মধ্যে এ ভুল হয়, এমনকি নবী-রাসূলগণেরও ভুল হয়েছে। কারণ তাঁরাও তো মানুষ। তবে তাঁদের ভুল সাধারণতঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যায়, ইচ্ছাকৃতভাবে নয় এবং ভুলের পরিমাণও কম। নবী-রাসূলগণের ভুল হয়ে গেলে তাঁরা সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছেন এবং ক্ষমাশীল আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, কাজেই নবী-রাসূলগণের ভুল হওয়ায় বা ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ ইচ্ছা করলে নবী-রাসূলগণের ভুল হ'ত না বা সাধারণ মানুষেরও ভুল হত না। কিন্তু আল্লাহ তা করেননি, তিনি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সবার মধ্যে এক ও অভিন্ন এমন এক উপাদান মিশ্রিত করে দিয়েছেন যে মিশ্রণ হ'তে কেউ মুক্ত নয়। তাছাড়া মানুষকে ভুল পথে বা খারাপ পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য শয়তানের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার কোন কমতি নেই। শয়তান সুযোগ পেলেই যে কোন মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়। এমনকি নবী-রাসূলগণের ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টায়ও বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেও ব্যর্থ হয়। সাধারণ মানুষকে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অবহিত করে সান্ত্বনা প্রদান করাই এ অধ্যায়ের আলোচনার মূখ্য উদ্দেশ্য।

এ পৃথিবীর জীবনযাত্রার পথে কোন সময় অনাকাংখিতভাবে মানুষ ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অত্যাচার বা অবিচার করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে সংশোধিত হয়ে আবার নিজ অবস্থানে বা আরও ভাল অবস্থানে ফিরে আসতে পারবে। মানুষকে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বা সগৌরবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এ দুর্লভ আত্মত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা। সাধারণ মানুষ ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায় বা পাপ করে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে এবং ক্ষমাপ্রার্থী হয়। নবী-রাসূলগণ কোন অন্যায় বা পাপ করেন না, তাঁরা কোন ঘটনাচক্রে ত্রুটি-বিচ্যুতিতে জড়িয়ে পড়েন। অতঃপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন।

উল্লেখ্য, আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশ ভুলে গিয়ে শয়তানের মিথ্যা কথার চক্রান্তে পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দয়াশীল আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং পরবর্তী উত্তম কর্মসূচী প্রদান করেন। তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার দো'আটি পবিত্র কুরআনে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে তা হ'ল, قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ– 'তাঁরা উভয়ে বললেন, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তানাদি ও কওমের জন্য দো'আ করেছিলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِـي وَبَنِـيَّ أَن نَّعْبُـدَ الأَصْنَامَ– رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّـيْ وَمَـنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

'যখন ইবরাহীম বললেন, হে পালনকর্তা! এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মুর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। হে পালনকর্তা! এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫, ৩৬)*।

মূসা (আঃ) এক ঘটনা বা দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয়ে অপরাধীর বেশে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে ক্ষমাও করে দিয়েছেন। বিষয়টি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎ কর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্যজন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের

সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের উপর যুলুম করে ফেলেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। তিনি (মূসা) বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপররাধীদের সাহায্যকারী হব না' *(ক্বাছাছ ২৮/১৪-১৭)*।

নূহ (আঃ)-এর আমলে যে ঐতিহাসিক প্লাবন সংঘটিত হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা যে অহি অবতীর্ণ করেছিলেন এবং তার ভয়াবহতায় নূহ (আঃ) আল্লাহ্র নিকট যেসব প্রার্থনা করেছিলেন তা উপস্থাপন করা হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন, নূহ (আঃ)-এর প্রতি অহি প্রেরণ করা হ'ল যে, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে। তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রূপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাকে উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপহাস করছি। অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে। অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং ভূ-পৃষ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, আমি বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপর পূর্বাহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গ এবং সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলা বাহুল্য, অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান। আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল

পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে। আর নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন, সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেক না। সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হ'তে রক্ষা করবে। নূহ (আঃ) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহ্র হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হ'ল। আর নির্দেশ দেয়া হ'ল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হ'ল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল। আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হ'ল, দুরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক। আর নূহ (আঃ) তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য। আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়ছালাকারী। আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। নূহ (আঃ) বলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হ'তে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। হুকুম হ'ল, হে নূহ! আমার পক্ষ হ'তে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুন' *(হূদ ১১/৩৬-৪৮)*।

আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার ইতিহাসে দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনীও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ের বর্ণনায় আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'আমার শক্তিশালী বান্দা দাঊদকে স্মরণ করুন। তিনি ছিলেন আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। আমি পর্বতমালাকে তাঁর অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত। আর পক্ষীকুলকেও, যারা তাঁর কাছে সমবেত হ'ত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়ছালাকারী বাগ্মীতা। আপনার কাছে দাবীদারদের

বৃত্তান্ত পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। যখন তারা দাঊদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তারা বলল, ভয় করবেন না, আমরা বিবদমান দু'টি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। সে আমার ভাই, সে নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও সে বলে, এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। দাঊদ বললেন, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলির সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি যুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাঊদের খেয়াল হ'ল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তাঁর পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। আমি তাঁর সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয়ই আমার কাছে তাঁর জন্য রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল' *(ছোয়াদ ৩৮/১৭-২৫)*।

বিগত নবী-রাসূলগণের ভুল-ত্রুটির ঐতিহাসিক কাহিনী সমূহ উম্মতে মুহাম্মাদীর অবগতিকল্পে আমাদের মহানবী (ছাঃ)-কে তা উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। ঐগুলোরই অংশ হিসাবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন, 'স্মরণ করুণ আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ দয়াবান। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ। এটা ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ছবরকারী। আমি তাঁদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম, তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ। আর মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আপনি নির্দোষ, আমি গোনাহগার। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিলেন হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা রাখবেন না, আপনি তো উত্তম ওয়ারিছ। অতঃপর আমি তাঁর দো'আ কবুল করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তাঁরা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাঁরা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতেন এবং তাঁরা ছিলেন আমার কাছে বিনীত' *(আম্বিয়া ২১/৮৩-৯০)*।

খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ঈসা (আঃ)-এর উপাস্যতা খণ্ডনের এক প্রশ্নোত্তর পর্বে মহান আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন, 'যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বললেন, আপনি পবিত্র। আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত, আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয়ই আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা, আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত আছেন। আপনি সব বিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত মহাবিজ্ঞ' *(মায়েদাহ ৫/১১৬-১১৮)*।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, যারা এই বিশ্বাসে সন্দেহ পোষণ করে বা কাউকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করে, শুধু তারাই আল্লাহ্র ক্ষমা হ'তে সম্পূর্ণ

বাদ যাবে। এতদ্ব্যতীত যত বড়ই পাপী বা মহাপাপী হোক আল্লাহ তাকে মাফ করে দিতে পারেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু যে আল্লাহ্র ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বা অনুরূপ কিছু দাবী করবে সে কখনও ক্ষমা পাবে না। উপরের আলোচনায় নবীকুলের অন্যতম সম্মানিত নবী ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা যে দাবী করে, তাতে ঈসা (আঃ)-এর মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খ্রীষ্টানদের দাবীর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। ঈসা (আঃ) অন্তর্যামী আল্লাহ্র কাছে ঐ বিষয়ের পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার সঠিক জবাবদিহিতা করেন এবং পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় যারা আল্লাহ ও তাঁর অনুগত ছিল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর তাঁকে লোকান্তরিত করার পর যা হয়েছে তা সবিনয়ে আল্লাহ্র উপর সমর্পণ করেন।

প্রোক্ত আলোচনায় বোঝা যায় খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে মর্যাদা দেয়ার জন্য যা কিছু বলে তাতে যদি তিনি আনন্দিত বা বিন্দুমাত্র গর্বিত হ'তেন, তবে ইতিহাস অন্যরূপ হয়ে যেত। কিন্তু তিনি তা না করে তাঁর নবী ও মানব মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখেন। অতীতে অনেক স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী শক্তিবলে নিজেকেই 'আল্লাহ' বলে দাবী করেছে। কিন্তু নবী-রাসূলগণ তো তা করেনইনি, পরন্তু তাঁরা সব সময়ই আল্লাহ্র নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করে গেছেন। আমাদের মহানবী (ছাঃ)ও তাঁর এবং তাঁর উম্মতবর্গের জন্য মহাক্ষমাশীল আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত বিনয় ও করুণভাবে প্রার্থনা করে গেছেন এবং পবিত্র কুরআনে তা বর্ণিত হয়েছে, 'যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহ্রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা আপনার ক্ষমা চাই,

হে আমাদের পালনকর্তা! আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। সে তা-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তা-ই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছেন। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু, সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪-২৮৬)*। অন্যত্র ক্ষমাশীল আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'বলুন, হে আমার পালনকর্তা! ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী' *(মুমিনূন ২৩/১১৮)*।

নবী-রাসূলগণের ক্ষমা প্রার্থনায় তাঁদের সামান্য ভুল-ত্রুটি বা ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুরূপ বিষয়গুলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সাথে তুলে ধরা হয়েছে। এসব অসামান্য আলোচনায় উম্মতে মুহাম্মাদীর অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া যে কত মহান কাজ তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যই নবী-রাসূলগণের ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রার্থনার বাক্যগুলি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত বাস্তব জীবনে সুশিক্ষা গ্রহণ করায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণ হবে বলে আশা করা যায়। তিনি তাঁর সকল বান্দার প্রতি রহম করুন এবং ক্ষমাপ্রার্থনার জ্ঞান দান করুন।

১১. আল্লাহ যাদের ক্ষমা করবেন না

আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্য করা। সর্বনিকৃষ্ট পাপ হচ্ছে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করা। যেটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে চরম অসন্তোষ ও অপসন্দনীয় বিষয়। কারণ এক আল্লাহ সত্য, দ্বীন ইসলাম সত্য, জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, নবী-রাসূল, ক্বিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম সবই সত্য। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ সকল সত্যের প্রবর্তক। কিন্তু বিপরীতে আল্লাহ্র শরীক মিথ্যা,

জান্নাত ও জাহান্নামে অবিশ্বাস মিথ্যা, সর্বোপরি পরকাল ও অনন্তকালে অবিশ্বাসও মিথ্যা। আর শয়তান (ইবলীস) সকল মিথ্যার প্রবর্তক।

ইসলামের ঘোর শত্রু, মিথ্যার প্রবর্তক ইবলীস তার প্রচেষ্টা, প্ররোচনা-প্রবঞ্চনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে ধীরে ধীরে অতি কৌশলে মানুষকে মিথ্যার পানে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করছে। ফলে সারা বিশ্বে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বহু মানুষ, জ্বিন, দেব-দেবী, মূর্তি, জড়বস্তু, প্রকৃতি ইত্যাদি শক্তির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সমতুল্য বা তাঁর চেয়ে কমবেশী উপকারী বলে পূজনীয় বস্তুগুলি তাদের (পূজকদের) বিন্দু-বিসর্গও উপকার করতে পারে না। তাদের এহেন হীন ও গর্হিত সিদ্ধান্তের প্রতিফল দেওয়ার জন্য আল্লাহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রয়েছেন। এরূপ শিরককারীদের আল্লাহ কখনও ক্ষমাও করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়' *(নিসা ৪/১১৬)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُّشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيْمًا-

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্‌র সাথে সে যেন অপবাদ আরোপ করল' *(নিসা ৪/৪৮)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং শাস্তি দানে দৃঢ় সংকল্প। এ বিষয়ে বিশেষ হুঁশিয়ারী প্রদান করে তিনি তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন,

فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ-

'অতএব আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন' *(শু'আরা ২৬/২১৩)*।

পবিত্র কুরআন মাজীদের উপরোক্ত বাণীর প্রতি সংগত কারণেই সকল মুমিন, ধর্মভীরু ও আল্লাহভীরু বান্দার মনোযোগী ও আস্থাশীল হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায়-অপরাধ বা পাপ সমূহ হ'তে শিরক অধিক মারাত্মক। কারণ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থাপন, তাঁর একক সার্বভৌমত্বের প্রতি হস্ত ক্ষেপ করার স্পর্ধা ছাড়া কিছু নয়। আর এটা সবচেয়ে বড় সীমালংঘন। আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপনকারী ছাড়া যেকোন ব্যক্তির বিশাল পাপরাশিও আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

শিরকমুক্ত বড় পাপীও সর্বশেষ সুযোগে আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ ক্ষমা পেয়ে যাবে। এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ আবু যর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতে আমি বের হ'লাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একাকী হেঁটে যেতে দেখলাম। আমি ভাবলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্ভবত চান না যে, কেউ তাঁর সঙ্গী হোক। সুতরাং আমি চন্দ্রলোকে হাঁটতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিছনে ফিরে আমাকে দেখে বললেন, কে ওখানে? আমি বললাম, আবু যর, আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে কোরবান করুক। তিনি বললেন, আবু যর এসো। আমি তাঁর সাথে কিছুক্ষণ চললাম, তিনি বললেন, ধনীরাই প্রকৃতপক্ষে ক্বিয়ামতের দিন দরিদ্র। তবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, সে তা (সৎপথে) ডানে, বামে, সামনে, পিছনে খরচ করবে এবং ভাল কাজে ব্যয় করবে। (আবু যর বলেন) আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁর সাথে চললে তিনি বললেন, এখানে বসো। এই বলে আমাকে চারদিকে পাহাড় ঘেরা ময়দানে বসিয়ে বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত এখানে বসে থাক। (আবু যর বলেন) তিনি পাথুরে প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন, এমনকি আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ পরে আমি তাঁকে বলতে শুনলাম যে, 'যদি সে চুরি করে এবং যেনা করে!

অতঃপর যখন তিনি এলেন, তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য আল্লাহ আমার জীবনকে কোরবান করুন! আপনি ওখানে কার সাথে কথা বলছিলেন? কাউকে তো আপনার কথার প্রতি উত্তর করতে শুনলাম না। তিনি বললেন, সে তো ছিল জিবরাঈল! ময়দানের প্রান্তেই আমার কাছে এসে বলল, 'আপনার উম্মতকে সুসংবাদ দিন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। (রাসূলুল্লাহ বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে? সে বলল, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে। আমি (পুনরায়) বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে? সে বলল, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে। আমি (আবারও) বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে? সে বলল, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে, আর যদি শারাবও পান করে। আবু দারদা থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে (একথাও) আছে যে, যদি সে মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে *(বুখারী হা/৬০৭৮ 'ধনীরাই মূলত দরীদ্র' পরিচ্ছেদ, 'রিক্বাক' অধ্যায়)*।

উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ হ'তে বোঝা যায় আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক করা জঘন্যতম অপরাধ। বিষয়টিকে যদি সাধারণ অর্থেই ব্যাখ্যা করা যায়, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে কারো নিজস্ব বস্তু বা সম্পদ অন্য লোকে জবর দখল করে নেওয়া বা ঐ বস্তুতে কিছু ভাগ বসান বুঝায়। পৃথিবীতে এরূপ ঘটনার কোন অভাব নেই। এমনকি পবিত্র কুরআনেও এরূপ নযীর এসেছে এবং গত অধ্যায়েই তা আলোচনা করেছি। সেটি হ'ল বিবাদমান দু'ব্যক্তি, একজন নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক এবং অপরজন একটি দুম্বার মালিক। নিরানব্বই দুম্বার মালিক একটি দুম্বার মালিকের কাছে তার দুম্বাটি নেওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করে কথা বলত। অতঃপর তারা বিচারের জন্য দাঊদ (আঃ)-এর নিকট উভয়ে গমন করে। পৃথিবীতে এ ধরনের অনধিকার চর্চা নিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য ঝগড়া-বিবাদ ও রক্তপাত ঘটছে।

সুতরাং বিশ্বজগতের তথা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও জানা-অজানা অসংখ্য জগতের যিনি একক অধিপতি বা বাদশাহ, যেখানে কারও সূচাগ্র পরিমাণ অধিকার নেই, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর পবিত্রতা, মহিমা, গরিমা ঘোষণা করে,

সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী ও ক্ষমাপ্রার্থী, শুধু সামান্য সংখ্যক মানুষ তাঁর এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে, এটা অমার্জনীয় অপরাধ। শুধু এরাই আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা পাবে না। এদেরকে ভয়াবহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেনই। আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র প্রত্যাদেশ এসেছে, 'নবী ও মুমিনদের উচিত নয় অংশীবাদীদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক, একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী' *(তওবা ৯/১১৩)*। অংশীবাদীদের পরিণতির অপর এক বর্ণনায় সর্বজ্ঞ আল্লাহ বলেন, 'অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হ'লে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম, বরং আমরা গোনাহগারই ছিলাম। তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হ'ত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না' *(আম্বিয়া ২১/৯৭-১০০)*।

তিনি আরো বলেন, 'যখন যালেমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে না। অংশীবাদীরা যখন ঐসব বস্তুকে দেখবে, যেসবকে তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছিল, তখন বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! এরাই তারা যারা আমাদের শিরকীর উপাদান, আপনাকে ছেড়ে যাদেরকে আমরা ডাকতাম। তখন ওরা তাদেরকে বলবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। সেদিন তারা আল্লাহ্‌র সামনে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে। যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত' *(নাহ'ল ১৬/৮৫-৮৮)*।

আল্লাহ আরও বলেন, 'তারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি। অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক। বলুন, এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান, তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থীত ওয়াদা পূরণ আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব। সেদিন আল্লাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? তারা বলবে, আপনি পবিত্র আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করতে পারতাম না, কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন। ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। আল্লাহ মুশরিকদেরকে বলবেন, তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গোনাহগার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব' *(ফুরক্বান ২৫/১১-১৯)*।

অংশীবাদীদের আয়াতগুলিতে আল্লাহ্র সীমাহীন অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, 'ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহ্র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলুন, নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধাদান করা হয়েছে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। দুনিয়ার জীবনেই

এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অবশ্য আখেরাতের জীবন কঠোরতম। আল্লাহ্র কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই' *(রা'দ ১৩/৩৩, ৩৪)*।

এ আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শুধু আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপনকারী দল ছাড়া অন্যান্য পাপী, অপরাধী এমনকি বড় বড় গোনাহগাররাও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা পেয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, সেরূপ কোন বিশ্বাস সৃষ্ট কোন বস্তুর প্রতি পোষণ করাই হ'ল শিরক। শিরকের তাৎপর্য বা রহস্য হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তুকে ইবাদত কিংবা মুহাব্বত কিংবা সম্মান প্রদর্শন বা তার মহিমা-গরিমা ও প্রশংসায় আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা। এসব শরীক স্থাপনকারীদেরকে আল্লাহ কখনও ক্ষমা করবেন না।

কতিপয় কৃত্রিম ঈমানদার হয়ত শিরক করে বা করে না, গোনাহ করে অতঃপর তওবা করে। আবার পৃথিবীর মোহে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, আন্তরিক ভীতির অভাবে, পরিবেশের চাপে তওবার কথা ভুলে গিয়ে অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর কিছুকাল পর পুনরায় তওবা করে এবং অনির্দিষ্টকাল পর পথভ্রষ্ট হয় এবং আবার তওবা করে। এভাবে বার বার কৃত্রিম তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে প্রহসন করে। এরূপ ব্যক্তির তওবা কখনও কবুল হবে না। এদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/১৮)*।

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, 'যারা একবার মুসলমান হয়ে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারও কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে না ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন' *(নিসা ৪/১৩৭)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, তারা সুদূর ভ্রান্তি তে পতিত হয়েছে। যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে

রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং সরলপথ দেখাবেন না' *(নিসা ৪/১৬৭, ১৬৮)*।

মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে, আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য। আর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পঠিত হ'ত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। যখন বলা হ'ত, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং ক্বিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না ক্বিয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এদিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। এটা এজন্য যে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে ঠাট্টা রূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না' *(জাছিয়া ৪৫/২৭-৩৫)*।

ইতিমধ্যে ক্ষমা প্রার্থনার আয়াতগুলোতে আমরা দেখেছি, আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থীকে ভালবাসেন। তিনি অন্তর্যামী, কাজেই কোন অকৃত্রিম ক্ষমাপ্রার্থীকে ফিরিয়ে দেন না। কৃত্রিম ধর্মপালন বা ক্ষমা প্রার্থনা মিথ্যার নামান্তর ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই অন্তর্যামী আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় অকৃত্রিম বা আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অবশ্য আলোচ্য

অধ্যায়ে যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারা প্রকাশ্যভাবেই আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য জীব ও জড়বস্তুর ইবাদত করে এবং তাদের (উপাস্যদের) নিকট নিজেদের কাংখিত মনস্কামনা পূরণের আবেদন বা প্রার্থনা করে এবং তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানীও করে। আবার অনেকে গোপনভাবে বা তাদের কাজের মাঝে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে প্রাধান্য দেয় বা মান্য করে। এসব স্পর্শকাতর আলোচনার বিশদ ব্যাখ্যা দান খুবই কঠিন। তবে সবার জন্য মনে রাখা দরকার যে আন্তরিক স্বচ্ছতার কাছে শিরক-এর কোন জীবাণু প্রবেশ করা অসম্ভব। যারা নিজেদের অন্তর বা হৃদয়কে অহেতুক ঐসব (শিরক-এর) চিন্তার সুযোগ দিবে তারাই নিরাপদ থাকতে পারবে কি-না সন্দেহ। আল্লাহ পাক তাঁর সব বান্দাকে শিরকের অভিশাপ হ'তে মুক্ত রাখুন।

১২. অনন্য ক্ষমার সুযোগ

মানুষ মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানবান আল্লাহ্‌র কত প্রিয় সৃষ্টি এবং তার প্রতি তিনি কিরূপ ক্ষমাশীল তা সে নিজেই জানে না। অবশ্য ফেরেশতামণ্ডলী ও ইবলীস ভালভাবেই জানে। মানব সৃষ্টির সূচনা পর্বে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্‌র দরবারে ইবলীস মর্যাদার লড়াইয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানব জাতির নিকট পরাজয় বরণ করে। অতঃপর তার প্রতিপক্ষের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে (ইবলীস) তার বিরুদ্ধে সবিনয়ে অভিযোগ পেশ করে মহান পালনকর্তার সমীপে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে কিছু কূট-কৌশল মানব জাতির উপর প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করেন। ফলে সহজ-সরল, সত্যবাদী মানব চরিত্রের অধিকারী আদম (আঃ) ইবলীসের প্রথম আক্রমণেই বিব্রত হয়ে ভুল করে ফেলেন এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট বিনীত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থী হন। মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে ক্ষমা করে দেন এবং মূল্যবান উপদেশ দিয়ে পৃথিবীতে নির্বাসন দেন।

মূলতঃ ইবাদত হ'ল মানব জাতির জন্য এ নশ্বর পৃথিবীর সাময়িক কালের বাধ্যবাধকতা। আর পৃথিবী হ'ল পরীক্ষার মূল কেন্দ্র। অতঃপর ক্বিয়ামত হবে ফলাফল প্রকাশ বা মূল্যায়ন দিবস। কিন্তু এর মূল্যায়ন হবে অবিনশ্বর

পরকালের অনন্ত ও অসীম পারাবার জান্নাত ও জাহান্নাম। মহান স্রষ্টা তাঁর প্রিয় মানুষকে স্বীয় সান্নিধ্যে রাখার প্রয়াসে বিপুল উপদেশ ভাণ্ডার কুরআন প্রেরণ করেন। কুরআন আল্লাহ্র মনোনীত একটি ধর্মগ্রন্থ এবং মানব জাতির জন্য প্রচারমূলক ও গ্রহণযোগ্য উপদেশমালা। এসব উপদেশ উচ্চারিত হয়েছে অথবা ঘোষিত হয়েছে সেই সব মানুষের জন্য যারা সত্য, সুন্দর, সহজ-সরল ও শান্তিপ্রিয় জীবনে বিশ্বাসী। তবুও সমগ্র বিশ্ববাসীর জ্ঞান-গরিমা, বিবেক-বিবেচনা, চিন্তা-গবেষণা ইত্যাদির উন্মেষ ঘটানোর প্রয়াসে পবিত্র কুরআন উন্মুক্ত রয়েছে বিশ্ব দরবারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষায় ভাষান্তরিত করা হয়েছে পবিত্র কুরআনকে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়ও অনূদিত হয়েছে মহাপবিত্র ও মহাসম্মানিত আল্লাহ্র বাণী কুরআন। ফলে ক্ষমাশীল আল্লাহ্র ক্ষমার বিষয়গুলো সহজেই জানা সম্ভব হচ্ছে। একইভাবে বিশ্বের যেকোন দেশের যেকোন সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল মানুষ ক্ষমাশীল আল্লাহ্র ক্ষমার ঘোষণায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁর একক ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য আল্লাহ্র ক্ষমার দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِـرَةٍ وَّأَجْـرٍ كَرِيْمٍ-

‘আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের’ *(ইয়াসীন ৩৬/১১)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَات لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ-

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারা জাহান্নামী’ *(মায়েদাহ ৫/৯, ১০)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তা-ই করতে থাকে না। তাদের জন্য প্রতিদান হ’ল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবন; সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-১৩৬)*।

অতঃপর বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, ‘নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা‘আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন, একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম আনুগত্যশীল। আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খুঁজব। অথচ তিনি সবকিছুর প্রতিপালক? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তার দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে

না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(আন'আম ৬/১৫৯-১৬৫)*।

আল্লাহ্র দয়া, ক্ষমা ও অনুগ্রহ সীমাহীন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে বিভিন্নভাবে সেই ক্ষমার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এদিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাঁর পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। আর যারা কাফের এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলুল্লাহ্র আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহ্র উপর ভরসা করুক। হে মুমিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর। শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি

তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়' *(তাগাবুন ৬৪/৯-১৮)*।

উপরোল্লেখিত আয়াতগুলিতে যারা আল্লাহকে না দেখে ভয় করে তাদেরকে ক্ষমার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কথা হ'ল, যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা সবাই তাঁকে না দেখেই ভয় করে। আসলে এ রহস্যপূর্ণ কথাটি প্রকৃত আল্লাহভীরুদের এবং যাদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন তাদের জন্য প্রযোজ্য। একইভাবে অন্য আয়াতে এসেছে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা কোন অশ্লীল বা খারাপ কাজ করার পর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন বা দেবেন। বান্দার অবগতির প্রয়াসে আর এক প্রত্যাদেশে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সকলকে একত্রিত করা হবে এবং এখানেও বলেন, যে বিশ্বাস স্থাপন করেও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তার পাপ সমূহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

আরও বলা হয়েছে, মানুষের কোন বিপদ আসলে তা আল্লাহ্র নির্দেশেই ও ভাগ্যের লিখনেই আসে, যারা এই বিশ্বাস নিয়ে অবিচল থাকে আল্লাহ তাকে সৎপথে চালিত করেন এবং ক্ষমাও করেন। পক্ষান্তরে কেউ আল্লাহ্র উপর আস্থা বা বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং তাঁর ক্ষমা হ'তেও বঞ্চিত হয়। পৃথিবীতে সংসার জীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, মানুষের এবং মুমিনদেরও কোন কোন স্ত্রী ও পুত্র তাদের শত্রুর তুল্য হ'তে পারে, এখানে তাদেরকে সহনশীল হওয়ার কথা বলেছেন। আর তাদের এ পথ অবলম্বন করাই উত্তম। শেষোক্ত আয়াতে দানের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র পথে অকাতরে দান খয়রাত করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং এই দানকে আল্লাহ ঋণ গ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর দীন-দরিদ্র, অসহায়, অনাহারক্লিষ্ট, আশ্রয়হীন, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল, ক্ষমাশীল ও সহানুভূতিশীল। ধনী, সচ্ছল বা যেকোন উপযুক্ত বান্দার মতই এক ও অভিন্নভাবে তারাও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা। সুতরাং

তাদের প্রতি যারা দয়া পরবশ হয়ে দান করে, আল্লাহ তার দানের বা পুণ্যের পরিমাণকে দ্বিগুণ করে দেন এবং তার পাপও ক্ষমা করে দেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কত প্রকারে ক্ষমা প্রদান করেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। কাজেই আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে কেবল ইচ্ছাকৃত কোন ভুল, অন্যায় বা পাপের জন্য নয়, বরং অনিচ্ছাকৃত ছোট-বড় সকল অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

ইতিমধ্যে আমরা দান-খয়রাতের সামান্য আলোচনা করেছি। কিন্তু দান-খয়রাতও ইবাদতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুরআনের বর্ণনায় পাওয়া যায় সেদিন সামর্থ্যবান অপরাধীরা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসাবে বলবে, قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ- 'তারা বলবে, আমরা ছালাত পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪৩-৪৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ، 'আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/১৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ-

'আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটে' *(রা'দ ১৩/৬)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً، 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন' *(তালাক্ব ৬৫/৫)*।

পবিত্র কুরআনে শত শত আয়াতে ক্ষমা, দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সহজেই বোঝা যায়। কিছু কিছু কোনভাবে অনুভব করা যায়। আর একটা অংশ অনুধাবন করা

মোটেও সম্ভব হয় না। যেমন উপরের আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে (১) আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, (২) মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও আল্লাহ ক্ষমা করেন, (৩) যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পাপ ক্ষমা করে দেন। উল্লেখিত তিনটি বাক্যের যেকোনটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যাপক। কিন্তু প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা উক্ত ব্যাখ্যায় তাঁর সন্তুষ্টির দিকগুলিই গ্রহণ করবেন। অসন্তুষ্টির বিষয় তিনি মোটেও দৃকপাত করবেন না বা প্রত্যাখ্যান করবেন। উদাহরণতঃ আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, 'আপনি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর আপতিত হবে। আর যারা মুমিন ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে থাকবে। তারা যা চাইবে, তা-ই তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার। এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ সেসব বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে। বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী *(শূরা ৪২/২২, ২৩)*।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপ সমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তিনি মুমিন ও সৎকর্মীদের দো'আ শোনেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি' *(শূরা ৪২/২৫, ২৬)*।

ক্ষমার তাৎপর্যের আরও এক বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন, 'কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে তোমরা ভয় কর না, চিন্তা কর না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু।

সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায়। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন' *(হা-মীম-সিজদাহ ৪১/২৯-৩২)*।

মহাক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র আদেশ, উপদেশ, দয়া, ক্ষমা, রহমত, অনুগ্রহ প্রভৃতি অসামান্য গুণাবলী সর্বজনবিদিত এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীছের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ বলা যায়। তাঁর পক্ষ থেকে কোন নবী-রাসূল বা প্রিয়জনের নিকট কোন গোপন আদেশ উপদেশের প্রমাণ নেই। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং তাঁর নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষ সমান ভালবাসার পাত্র এবং সকলের প্রতি তিনি সমানভাবে ক্ষমাশীল। শুধু কর্মের কারণে পার্থক্য নিরূপিত হয় এবং আগামীতেও হবে। যেহেতু তিনি বহু সদুপদেশ দ্বারা মানুষকে সৎ পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং মানুষকে অনুরূপ প্রতিদান হিসাবে আল্লাহকে সর্বাধিক স্মরণ ও ভালবাসার প্রমাণ স্বরূপ কাজ করতে হবে।

আমাদের পার্থিব জীবনের সময় খুব স্বল্প এবং মৃত্যুর পরবর্তী পরকালীন জীবন অত্যন্ত সুদীর্ঘ বা কল্পনাতীত। এ স্বল্প সময়ের কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ মানুষকে তাঁর দয়া ও ক্ষমার পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়েছেন এবং আশ্বাসগুলির মধ্যে এত ভালবাসা গভীরতা ও প্রেমের বন্ধন রয়েছে যা প্রতিটি বান্দার উপলব্ধি করা উচিত। যারা বোঝে এবং যারা বোঝে না উভয়েরই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া যরূরী। অসচেতনতা কারো জন্য মোটেও কাম্য নয়।

১৩. কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমা

আমাদের দৃষ্টিসীমা ও জ্ঞানসীমার মধ্যে অবস্থিত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুসমূহের সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশ নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের জীবন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, যোগাযোগ, কর্মস্থল প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুগুলির সঙ্গে আলো, অন্ধকার, বায়ু, তাপ, ঠাণ্ডা, শব্দ প্রভৃতি অদৃশ্য বস্তুগুলি নিবিড়ভাবে মিশে আছে। ধর্মীয় জীবন-যাপনে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী, কুরআন পাঠ, দান-খয়রাত, সালাম আদান-প্রদান প্রভৃতি দৃশ্য ইবাদত ও কর্মগুলির সঙ্গে বিশ্বাস, অবিশ্বাস, দয়া, ক্ষমা, রহমত, হিংসা-বিদ্বেষ,

অহংকার, কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ প্রভৃতি অদৃশ্য ইবাদত ও কর্মগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে। এগুলিকে পৃথকীকরণ করার কোন ক্ষমতা মানুষের নেই। আবার সঠিকভাবে চিহ্নিত করারও ক্ষমতা নেই।

ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতা দু'টি পৃথক গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য বস্তু এবং দু'টিই আমাদের ধর্মীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ ক্ষমাশীল পবিত্র কুরআনের এই অভাবনীয় সুসংবাদ হ'তেই মানুষ তাঁর নিকট বিভিন্নভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তওবা করে, মন্দ কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, নিজের পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, সকল ঈমানদার মুমিন ও মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অবশ্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যেকেরই ক্ষমা প্রার্থনা করা অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ স্বয়ং তিনিই তো ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র কাছে, আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(৭৩-২০)*। অন্যত্র সবার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, 'বলুন, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(মুমিনূন ২৩/১১৮)*।

আল্লাহ তা'আলা উপরের আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপ আরও বহু আয়াতে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ রয়েছে। আবার পরোক্ষভাবেও ক্ষমা প্রার্থনার বহু সুসংবাদ বিদ্যমান। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(মুলক ৬৭/১২)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(ফাতাহ ৪৮/১৪)*।

মানুষ একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র প্রিয় সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে, ঘোষিত ও স্বীকৃত। কিন্তু তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে আমাদের জানা মতে ফেরেশতার গুরুত্বও অনস্বীকার্য। ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ বার্তাবাহক, আজ্ঞাবহ, অনুগত, প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠসহ আদেশ পালনে সদা প্রস্তুত। এখানে শয়তানের কোন ঠাঁই নেই। তারা জানে আল্লাহ তাঁর বিশ্বস্ত ও মুমিন বান্দাদের ভালবাসেন এবং তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, করুণাময়। সুতরাং ফেরেশতারাও আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে এবং তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়

মানুষকে ভালবাসে এবং তাদের প্রতি দয়াশীল ও কৃপাশীল হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করে ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে অনেক প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে দাখিল করুণ চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহা সাফল্য' *(মুমিন ৪০/৭-৯)*।

ফেরেশতাদের ক্ষমাপ্রার্থনা সম্পর্কিত অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 'হা-মীম, আইন, সীন, ক্বাফ। এমনিভাবে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহি প্রেরণ করেন। নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর, তিনি সমুন্নত মহান। আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়' *(শূরা ৪২/১-৫)*।

এ বিষয়ে আল্লাহ আরো বলেন, 'মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণ স্মরণ কর এবং সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর। তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দো'আ করেন, অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। যেদিন আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক

পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে। আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে' *(আসাব ৩৩/৪১-৪৭)*।

মূলতঃ এসব প্রত্যাদেশ আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকল বান্দার জন্যই সমান উপকারের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিশ্বাসীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত অন্তরে কাজ করায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বহুবিধ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং অবিশ্বাসীরা গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত থাকায় ক্ষমার বিপরীতে শাস্তি তে পতিত হয়। অতঃপর সংকট মুহূর্তে ক্বিয়ামতে বিগত দুনিয়ার জীবনের কথা মনে পড়ে যাবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট অযৌক্তিক অভিযোগ পেশ করবে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় কর না, চিন্তা কর না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন' *(হা-মীম-সিজদাহ ৪১/২৯-৩২)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে ফেরেশতা কর্তৃক মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণদের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ বা ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ চান তাঁর বান্দারা যেন তাঁর নিকটে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর তাঁর নে'মতকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে এবং সে পথের অনুসারী হয়, অতঃপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দা তথা আমাদের জন্য অগণিত নে'মত দান করেছেন, যার সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্ভব নয়। তবে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায়ই তাঁর কাম্য। মহান

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি তা পসন্দ করেন' *(যুমার ৩৯/৭)*।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেকে মাতৃগর্ভ হ'তে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার' *(নাহ'ল ১৬/৭৮)*।

অতঃপর আল্লাহ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রত্যাদেশ করেন, 'তিনি তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি-দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন নানা রকম জিনিস যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা নির্দেশ গ্রহণ করে। তিনি সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তার থেকে তাজা মাছ আহরণ করতে পার এবং তার থেকে আহরণ করতে পার যা দিয়ে তোমরা নিজেদেরকে অলংকৃত কর। আর তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে জলযান চলাচল করে। আর এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(নাহ'ল ১৬/১২-১৪)*।

আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে প্রতিটি কাজে সার্বক্ষণিকভাবে মিশে আছেন, এর মহাসাক্ষ্যে তিনি বলেন, 'সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর আর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আমার কাছে তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*।

অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন বান্দাদের প্রতি অসন্তোষের এক বার্তায় মহান আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করো যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

এরপর কৃতজ্ঞদের পুরোপুরি আশ্বস্ত করে ক্ষমাশীল আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্য দানকারী, সর্বজ্ঞ' *(নিসা ৪/১৪৭)*।

মানুষকে এ পৃথিবীতে বসবাসের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে অগণিত দৃশ্য ও অদৃশ্য নে'মত দান করেছেন, তার কোনটি অপ্রতুল নয়। তবে তা বণ্টনের ক্ষেত্র একরূপ নয়, কমবেশী হয়। অবশ্য আল্লাহ্র কিছু বিশেষ নে'মত আছে, যেমন আলো, তাপ, বায়ু, পানি প্রভৃতি অমূল্য বস্তুগুলি সকল মানুষ এমনকি সকল প্রাণীই সমানভাবে উপভোগ করে থাকে। এগুলির প্রতি কারো কোন একক অধিকার নেই। অনুরূপভাবে মানুষের জন্য পরকালীন জীবনের যেসব নে'মত ভাণ্ডার রয়েছে, সেখানেও কেউ কোন অধিকার খাটাতে পারবে না। আল্লাহ্র আইন ও বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ সত্য, ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে এক ও অভিন্ন বিচারের মানদণ্ডে ফায়ছালা নিরূপিত হবে মহাবিচার দিবসে।

ক্বিয়ামতের এই বিচার দিবস বড় কঠিন দিবস, ভয়াবহ দিবস, অবিশ্বাসীদের জন্য কঠোর শাস্তি দিবস। এ দিবসের ভয়ে বিশ্বাসী বান্দারাই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এবং মুক্তির জন্য আল্লাহ্র দেয়া বিধান ও সুযোগ অনুযায়ী তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। বান্দার এ ক্ষমা প্রার্থনায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তার বড় বড় গোনাহ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা তো বিচার দিবস বিশ্বাসই করে না, এর ভয়ও করে না, ক্ষমা প্রার্থনাও করে না। ফলে তাদের শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ বহুমুখী ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে তাঁর অপরাধী বান্দাদেরও পুনঃ পুনঃ তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সকলকে ক্বিয়ামতের শাস্তি হ'তে মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সুযোগ গ্রহণ করার তওফীক দান করুন।

১৪. উপসংহার

আল্লাহ্র নিকট সর্বান্তকরণে ক্ষমা প্রার্থনার এই সুবর্ণ সুযোগ শ্রেষ্ঠ মানব জাতির জন্য এক অদ্বিতীয় অবলম্বন। 'আল্লাহ ক্ষমাশীল' এই মহা ঘোষণার অভ্যন্তরে যে মহান তাৎপর্য, মাহাত্ম্য ও রহস্য লুক্কায়িত আছে, তা স্বয়ং তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তবে তাঁর ক্ষমা প্রদানের ব্যাপক ঘোষণায়

প্রতীয়মান হয় যে, মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব সম্প্রদায়কে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্থানেই (জান্নাতে) রাখতে চান। পবিত্র কুরআনে বড় বড় সৃষ্ট দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুগুলি প্রথম সারির বড় বড় সংবাদ শিরোনাম আকারে প্রত্যাদেশ হয়েছে। যেমন দৃশ্য বস্তুর মধ্যে আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, উদ্ভিদ রাজি, মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির বর্ণনা। পাশাপাশি অদৃশ্য বস্তু সমূহের মধ্যে আলো-তাপ, বাতাস, দয়া-মায়া, ক্ষমা, রহমত, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ক্বিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতির বর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পবিত্র কুরআনে আসমান-যমীনের বর্ণনাগুলি আসমান যমীনের মতই বৃহৎ ও শক্তিশালীভাবে বর্ণিত হয়েছে। আকাশসমূহ মাথার উপর বহু উর্ধ্বে স্তম্ভ ব্যতীত নির্মিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সূর্য, চন্দ্রও উর্ধ্বজগত হ'তেই আলো ও তাপ বিকিরণ করছে। এই বিশাল সৃষ্টি বিষয়ক আয়াতগুলি পবিত্র কুরআনে ঘুরে ফিরে প্রায় শতাধিক জায়গায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলি আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানের বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আসমান-যমীনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষাও কঠিনতর বলে জানিয়েছেন মহান স্রষ্টা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা।

মূলতঃ মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যেই সর্বোচ্চ জ্ঞান প্রযুক্তির কঠিনতর সৃষ্টি আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে। আসমান-যমীন সৃষ্টির জ্ঞানের ভাণ্ডারের প্রতি লক্ষ্য করেই মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করা উচিত। এত বড় সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করলে, অন্য কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ থাকে না। আর একটি কথা, মানুষের সামনে যত (অগণিত) সৃষ্টিই থাক না কেন, তার নিকটতম সৃষ্টিগুলি অপেক্ষা দূরবর্তী আসমানই তার বার বার নযরে পড়ে, সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে হোক। সেখান থেকে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় বা সম্ভব হয় না।

আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু 'আল্লাহ ক্ষমাশীল' আধ্যাত্মিক জগতের সর্বউর্ধ্বে অবস্থানরত একটি পরাক্রমশালী পবিত্র অদৃশ্য বা অলৌকিক শক্তি। একমাত্র আল্লাহ তা'আলায়ই এ শক্তির মালিক। তিনি তাঁর এ অলৌকিক শক্তি দ্বারা পসন্দের বান্দাদের পরিশুদ্ধ করবেন। অর্থাৎ তাঁর মন

মত বা তাঁর উপর নির্ভরশীল বান্দার জন্য তিনি ক্ষমাশীল হবেন বলে ধারণা করা যায়। পবিত্র কুরআনে এ আয়াতগুলি শ্রেষ্ঠ দৃশ্যবস্তু আসমান-যমীনের মতই শত শত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্‌র ক্ষমার দিকে অগ্রসর হওয়া সকলের একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর ক্ষমা লাভ করার তওফীক দান করুন। -আমীন!

লেখকের প্রকাশিত বই সমূহ

১। সৃষ্টির সন্ধানে।
২। আমলনামা।
৩। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ।
৪। ইসলামধর্ম ও মাতৃভাষা।
৫। আল্লাহ ক্ষমাশীল।
৬। শ্রেষ্ঠ ইবাদাত ছালাত বা দো'আ।